CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 5 February, 2020 ■ আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ২১ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালী। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এনআরসি ও সিএএ ইস্যুতে ফের মাঠে নামছে আইএনপিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। পাহাড় রাজনীতিতে ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা আইএনপিটি সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি ইস্যুতে ফের মাঠে নামছে। শুধু তাই নয়, এডিসি নির্বাচনে বিজেপি এবং আইপিএফটি ছাড়া অন্য যে কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে সমঝোতার পথেই হাটছে উপজাতি ভিত্তিক এই আঞ্চলিক দল। সেই লক্ষ্যে আজ আইএনপিটি কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠক শেষে আইএনপিটি'র সাধারণ সম্পাদক জগদিশ দেববর্মা জানিয়েছেন, আগামী ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি খুমলুঙে দলের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি'র বিরোধীতায় পৃথক ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি বিভাগে গণঅবস্থান করবে আইএনপিটি।

এদিকে, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সাথে সমঝোতার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান হিসেবে বিজয় রাঙ্খল এবং কনভেনর পদে জগদিশ দেববর্মা সহ ৮ জনের ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। জগদিশ দেববর্মার কথায়, রাজ্যে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপি এবং আইপিএফটিকে বাদ দিয়ে যে কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে জোটের জন্য দরজা খোলা রাখবে আইএনপিটি।

ধারনা করা হচ্ছে, আইএনপিটি পাহাড় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠার মরিয়া চেষ্টা চালাবে।কারণ, সংশোধীত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি ইস্যুকে তারা মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

দেশজুড়ে এনআরসি'র সিদ্ধান্ত হয়নি, সংসদে জানালেন স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জী(এনআরসি) বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলনে উত্তাল গোটা দেশ। এমন আবহে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে পুরো দেশে এনআরসি কার্যকর করা নিয়ে সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যান্দ রাই সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দাঁড়িয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে লিখিত জবাবে বলেন, জাতীয় স্তরে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য জাতীয় নাগরিকপঞ্জী তৈরি করার কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এনআরসি এখনই কার্যকর করা হবে না।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এ দিন এও জানানো হয়েছে, খসড়া আইন প্রকাশের পর সিএএ মেনে নাগরিকত্ব চাইলে যে কেউ আবেদন জানাতে পারেন।

ডিসেম্বরে সংসদে সংশ্লিষ্ট বিলটি পাশ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, সারা দেশেই কার্যকর হবে এনআরসি এবং সিএএ। আর সেটা হবে কালবিলম্ব না করেই। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই সময় জানিয়েছিলেন, সারা দেশে দু'টি আইন কার্যকরের কথা ভাবা হয়নি। তার পর আর এ ব্যাপারে খুব একটা উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি অমিত শাহকে।

সংসদে এ দিন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর লিখিত বিবৃতির পর সরকারের আশা, এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে এ বার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে দেশজোড়া বিক্ষোভ প্রশমিত হবে। দু'টি আইনের বিরুদ্ধে গত দু'মাস ধরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। রাজনৈতিক মহলের মতে দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে পিছু হটেছে কেন্দ্র।

আজ সংসদে স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতিকে ঘিরে ত্রিপুরায় উপজাতি রাজনীতিতে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। কারণ, উপজাতিরা ত্রিপুরায় এনআরসি চালু হোক তা মনে প্রাণে চাইছেন। অবশ্য, সুপ্রিম কোর্টে এনআরসি মামলা এখনও বিচারাধীন রয়েছে। ফলে, সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবৃতিকে উপজাতিরা খুব একটা গুরুত্ব দেবে বলে মনে হচ্ছে না। একই অবস্থা দেখা দিতে পারে অসমেও। কারণ, এনআরসি কোপে অসমে ১৯ লক্ষাধিক লোক বিদেশী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে, কেন্দ্রের এই অবস্থান অসমকেও নিশ্চিন্ত করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

মরশুমের শীতলতম দিন ছিল মঙ্গলবার আজ থেকে ঊর্ধমুখী হবে পারদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। ঠাণ্ডায় কাবু ত্রিপুরা। আজ মরশুমের সবচেয়ে শীতলতম দিন ছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। তবে, আগামীকাল থেকে পারদ চড়তে শুরু করবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আগরতলা বিমানবন্দরে অবস্থিত আবহাওয়া দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টিপাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ভারী বৃষ্টিপাত হবে না। হালকা কিংবা মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে ওইদিন। তাঁর কথায়, আজ মরশুমের সবচেয়ে শীতলতম দিন ছিল। পারদ নেমে ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছিল। কিন্তু, আগামীকাল থেকেই পারদ চড়তে শুরু করবে। তাঁর দাবি, আগামী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে। রাজ্যেও দিবসটি নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে রাজধানী আগরতলা শহরে এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে নার্সিং পড়ুয়া সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রচাত্রীরা অংশ নেয়। ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে এই র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। সচেতনতাই ক্যান্সারমুক্ত জীবনযাপনের অন্যতম পথ বলে উদ্যোক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। র‍্যালির পাশাপত্রাশি ক্যান্সার হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

বিনা নোটিশে আগরতলায় হকার উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। বিনা নোটিশে হকার উচ্ছেদের ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলার আরএমএস চৌমুহনি এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশ কুমার যাদবের নির্দেশে পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এ-বিষয়ে ক্ষুব্ধ হকাররা পুর নিগম এবং নিগমের কমিশনারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন।

হকারদের বক্তব্য, দীর্ঘ ২৫-২৬ বছর ধরে একই স্থানে অস্থায়ী দোকানে ব্যবসা করছি। কিন্তু আজ বিনা নোটিশে দোকানগুলি গুড়িয়ে দিল নিগমের টাস্ক ফোর্স। জনৈক হকার বলেন, আগে থেকে নোটিশ দেওয়া হলে দোকানের জিনিসপত্র রক্ষা করা সম্ভব হত। কিন্তু হঠাৎ হানায় সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেছে।

অবশ্য পুর নিগমের আজকের ওই ভূমিকায় স্থানীয় দোকানদাররাও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জনৈক স্থানীয় দোকানদারের কথায়, গরিব মানুষ রাস্তায় অস্থায়ী দোকান দিয়ে পরিবার প্রতিপালন করছেন। দীর্ঘ ২৫-২৬ বছর ধরেই তারা একই স্থানে ব্যবসা করছেন। আজ আচমকা, কোনও আগাম নোটিশ ছাড়া দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের পেটে লাথি মেরেছে পুর নিগমও তাঁর বক্তব্য, স্মার্ট সিটি প্রকল্প রূপায়ণে শহরের সৌন্দর্য বাড়াতে অনেক স্থানেই অস্থায়ী দোকানদারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কিন্তু, গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া উচিত হয়নি।

এদিনের উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে পুর নিগমের কোনও আধিকারিকের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। কারণ পুর নিগমের কমিশনারকে ফোনে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, পুর নিগমের অন্য কোনও আধিকারিক এ-বিষয়ে মুখ খুলেননি। ফলে, উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে সরকারি বক্তব্য অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল সংক্রান্ত সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ হাইকোর্টে

চালক পদে বঞ্চিত ২৬ জনকে ৩ মাসের মধ্যে নিয়োগের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরা হাইকোর্টে ফের ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সরকারি গাড়ির চালক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিলের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। তিন মাসের মধ্যে মামলাকারীদের চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাতে, বাকি চাকরি প্রাপকদেরও চাকরির পথ প্রশস্ত হয়েছে জানিয়েছেন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ।

মঙ্গলবার পুরুংষোত্তমবাবু বলেন, ২০১৭ সালের জুন মাসে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার পরিবহণ দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি দফতরে গ্রুপ-সি পদে চালক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। মেধার ভিত্তিতে বাছাই করার পর ৫০০ জনের একটি প্যানেল তৈরি করে পূর্বতন সরকার। ওই প্যানেল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২৪০ জনকে অফার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর নতুন নিয়োগ নীতির সাফাই দিয়ে চালক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তাঁদের মধ্যে ২৬ জন ২০১৮ সালের ২৬ জুন রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্ট রায় ঘোষণা দিয়েছে।

পুরুষোত্তম রায়বর্মণ বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র আজ ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছেন। সাথে বলেছেন, নতুন নিয়োগ নীতির জন্য পুরোনো নিয়োগ নীতি অনুযায়ী শুরু হওয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা যায় না। পুরুষোত্তমবাবু বলেন, ওই ২৬ জন মামলাকারীদের আগামী ৩ মাসের মধ্যে চাকরি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাতে, চালক পদে বাকি চাকরি প্রাপকদেরও চাকরির পথ প্রশস্ত হয়ে গেল, মন্তব্য করেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহু লক্ষ টাকার নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার পানিসাগরে, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্য লাভ করছে অসমের প্রতিবেশী ত্রিপুরার পুলিশ প্রশাসন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় দশ লক্ষ টাকার নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর থানার পুলিশ। একই সঙ্গে নেশাদ্রব্যবাহী ট্রাকের চালককেও আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে পানিসাগর থানার পুলিশ অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে যখন রুটিন তল্লাশি চালাচ্ছিল তখন গুয়াহাটি থেকে এনএল ০১ এবি ৩৩৬৩ নম্বরের বারো চাকার সিমেন্ট বোঝাই একটি লরিকে আটকে সন্দেহের বশে তাতে তালাশি চালান অভিযানকারী পুলিশকর্মীরা। লরির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কফ সিরাপ ভরতি প্লাস্টিকে মোড়া বেশ কয়েকটি বড় বড় প্যাকেট। এগুলি থেকে

গোপন স্থান এবং সিমেন্টের ব্যাগের নীচে তালাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় নেশার এসকাফ ৪,৮০০ শিশি কফ সিরাপ উদ্ধার করেছেন পুলিশের লোকজন। পুলিশ অফিসার জানান, উদ্ধারকৃত কফ সিরাপগুলির বাজারমূল্য দশ লক্ষ টাকার বেশি হবে।

এদিকে নেশার কফ সিরাপ পাচারের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে ট্রাকের চালক আমবাসার চান্দ্রাইছড়া গ্রামের জনৈক দীলিপ কন্দের ছেলে ললিত কন্দ (২৮)-কে। পুলিশি জেরায় ধৃত ললিত নাকি জানিয়েছে, গাড়ির মালিককে না জানিয়ে গুয়াহাটি থেকে কফ সিরাপগুলি সে ট্রাকে বোঝাই করে আগরতলার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পানিসাগর থানায় ০৯/২০২০ নম্বরে এডিপিএস-এর ধারায় ললিত কন্দের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

এলআইসির শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্যেও এক ঘণ্টার কর্ম বিরতি বিমাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এলআইসি)-র শেয়ার বাজারে বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরায়ও বিমা কর্মীরা ১ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

মঙ্গলবার আগরতলায় এলআইসি-র কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করার সময় তাঁদের সংগঠনের সহ-সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, এলআইসি-র শেয়ার বিক্রি করে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ হাজার কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই বিমা সংস্থার সমস্ত অংশের কর্মীরা প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। তাঁর কথায়, এলআইসি-র পদাধিকারী, ফিল্ড অফিসার-সহ গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি কর্মীরাও আজকের আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

তিনি বলেন, এলআইসি-র সাথে ১১ লক্ষ ফিল্ড অফিসার এবং ৪০ কোটি গ্রাহক যুক্ত রয়েছেন। কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত তাঁদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, কেন্দ্রীয় সরকার ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে বিমার সাথে যুক্ত সকলে একত্রে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন।

ভারত-বাংলা সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আগরতলায় দুই দেশের জেলাস্তরের বৈঠক শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। ভারত-বাংলাদেশের জেলাশাসক এবং জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন স্তরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আগামীকাল (বুধবার) আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে ত্রিপুরার খোয়াই, সিপাহিজলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা এবং বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, বিএসএফ এবং বিজিবি-ও ওই বৈঠকে অংশ নেবে। মঙ্গলবার আগরতলা-আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে কুমিল্লার জেলাশাসক আবুল ফজল মির-এর নেতৃত্বে ৩৩ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আগরতলায় এসেছেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে গত ২৭ মে দুই দেশের মধ্যে সর্বশেষ জেলাশাসক এবং জেলা প্রশাসক স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আখাউড়া সীমান্তে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান রাজ্যের প্রতিনিধিরা।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত সমস্যা এবং মানব ও মাদক পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুদিন অন্তর দুই দেশের জেলা প্রশাসন স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামীকাল দুই দেশের জেলা প্রশাসনের মধ্যে ক্লাস্টার ৫-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে আগরতলায়। সকাল সাড়ে ৯-টায় প্রস্তাবিত বৈঠক আগরতলা রাজ্য অতিথিশালায় শুরু হবে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় সন্দীপ এন মাহাত্মে জানান, আজ আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের চার জেলার অধিকারিকস্তরের ৩৩ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আগরতলায় এসে পৌঁছেছে। কুমিল্লার জেলাশাসক মোহম্মদ আবুল ফজল মির ওই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এছাড়া রয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলাশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান, মৌলভিবাজারের জেলাশাসক নাজিয়া শিরিন এবং হবিগঞ্জের জেলাশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান-সহ জেলা প্রশাসন ও বিজিবি-র অন্যান্য আধিকারিকরা। তিনি বলেন, খোয়াইয়ের জেলাশাসক স্মিতা মল এম. এস. এবং সিপাহিজলার জেলাশাসক সিকে জমাতিয়া-সহ তিন জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া তিন জেলার পুলিশ সুপার ওই বৈঠকে থাকবেন, জানান তিনি।

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের কথায়, আগামীকাল ক্লাস্টার ৫-এর প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। দ্বিপাক্ষিক ওই বৈঠকে মানব ও মাদক পাচার, সীমান্ত অপরাধ, অপরাধী বিনিময় ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে। তিনি বলেন, ওই সমস্যাগুলি মোকাবিলায় দুই দেশ একজোট হয়ে কাজ করার রূপরেখা চূড়ান্ত করেবে। বৈঠক শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা পরশু ফিরে যাবেন।

ওই বৈঠক নিয়ে কুমিল্লার জেলাশাসক মোহম্মদ আবুল ফজল মির বলেন, মূলত সীমান্তবর্তী সমস্যাগুলি সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলা ব্যক্তির হাতে দিল্লীর দায়িত্ব দেওয়া যায় না

কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী।। পশ্চিমবঙ্গে পড়াশুনা করার সময় মাথায় কমিউনিজম ঢুকে গিয়েছিল কেজরিয়ালের, তিনি ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের কাছ থেকে। তিনিও আজ বড় কমিউনিস্ট। মঙ্গলবার দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এইভাবেই অরবিন্দ কেজরিয়ালকে আক্রমণ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চল যেভাবে উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে তা ভাবার পর দিল্লিকে আমরা কিভাবে ছাড়তে পারি? তাও কেজরিওয়ালের মত ব্যক্তির হাতে যে নাকি কমিউনিস্টদের কপি।

দিল্লীতে ভোট প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার আগরতলায়, উদয়পুরে ডেমো ট্রেন চলবে কেউ কল্পনা করেছিল? সেটা তো শুধু কলকাতা আর বেঙ্গালুরুতে ছিল। কিন্তু এখন ত্রিপুরায় ডেমো ট্রেন চলছে। তিন দিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১১৭ ▫ ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২১ মাঘ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অন্ধকারে আলোর রোশনাই

শেষ পর্য্যন্ত ১০৩২৩ জন চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিতে চলিয়াছে বলিয়াই আভাষ মিলিয়াছে। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের জন্য ১১৮০০ নতুন পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা নিতে চলিয়াছে রাজ্যের গেরুয়া সরকার। বামফ্রন্ট সরকারও এই রকম অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করিয়া পদ সৃষ্টির পথে আগাইয়াছিল। দেরীতে হইলেও, বিজেপি জোট সরকার যদি চাকুরীচ্যুতদের জন্য অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করিয়া নিযুক্তি দেয় তাহা হইবে মানবিকতার ইতিহাসে উজ্জ্বল নজীর। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেও চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের ব্যপারে উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতিরই রূপায়ণ করার মহান ব্রত পালন করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মিড ডে মিল সহায়ক পদে ছয় হাজার শূণ্যপদ পূরণ করা হবে। ইহা ছাড়া হোস্টেল ওয়ার্ডেন তিনশত এবং এক হাজার মিড ডে মিল সুপারভাইজার অথবা কর্ডিনেটরের শূন্যপদ তৈরী করা হইবে। সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে চার হাজার আর্লি চাইল্ড হুড অর্গানাইজার পদ সৃষ্টি করা হইবে। ধারণা করা হইতেছে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের এইসব পদে পুণর্বাসন দেওয়া হইতে পারে। আর এই পুণর্বাসন প্রক্রিয়া মার্চ মাসের মধ্যেই সম্পন্ন করার সম্ভাবনা। কারণ ৩১শে মার্চ এডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের অনেকেই শিক্ষকতায় স্থায়ী চাকুরী পাইয়াছেন। কারণ, শিক্ষানীতি ২০০৯ মানিয়া তাঁহার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাই প্রায় আট হাজার চাক্যুরীচ্যুত শিক্ষকদের আগামী ৩১শে মার্চ চাকুরীর মেয়াদ শেষ হইবে। বামফ্রন্টের জমানায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকুরী বাতিল হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টে গিয়াও চাকুরী বাঁচানো যায় নাই। তখনই, ২০১৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার চাক্যুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুণর্বাসনের জন্য তের হাজার অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করিয়াছিল। তার মধ্যে শিক্ষা দপ্তরে বার হাজার এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরে এক হাজার শূণ্যপদ সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজ্য সরকার এমন সময় এই নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত প্রায় পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়াছে যখন রাজ্যে চলিতেছে চরম অর্থ সংকট। রাজ্যে ভয়ংকর আর্থিক সংকটের মোকাবেলায় বিধায়কদের সহযোগিতা চাহিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁহার দাবী পঞ্চদশ অর্থ কমিশন হইতে টাকা মঞ্জুর হইলেই রাজ্যের আর্থিক হাল ফিরিবে। রাজ্যে বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। রাজ্য সরকার বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারে নাই। ত্রিপুরায় বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। এখানে বেকারদের মধ্যে সরকারী চাকুরীর আকুতিই বেশী। অতীতে এই চাকুরীর প্রলোভন দিয়া মিছিল মিটিংয়ে বেকার যুবকদের টানা হইত। বাম আমলে যতগুলি চাকুরী হইয়াছে অধিকাংশই হইয়াছে রাজনীতির রঙ দেখিয়া। দলের খাতায় নাম না লেখাইলে, মিছিল মিটিংয়ে অংশ না নিলে সরকারী চাকুরীর জন্য ভাগ্যবানদের খাতায় নাম উঠিত না। বাম আমলে ইন্টারভিয়্যুর নামে হইত প্রহসন। এইসব পাপের বোঝার হিসাব নাই। ১০৩২৩ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি মানবিক দৃষ্টি দিলে বিজেপি সরকারকে সকলেই ধন্য ধন্য করিবে। অনেক বামমার্গীরাও বিজেপি সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করিবে। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার ঘটনা নিশ্চয়ই বিরল ঘটনা হিসাবেই চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বামফ্রন্ট আমলে চাকুরী নিয়া ন্যাক্কার রাজনীতি হইয়াছে। কোনও চাকুরী নীতি ছিল না। অনেক নেতারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের সরকারী চাকুরী পাওয়াইয়া দিয়া জন বিক্ষোভের মুখ্যে পড়িয়াছেন। বাম আমলে চাকুরী নিয়া নিকৃষ্ট রাজনীতি হইয়াছে। বিজেপির আমলে এমন পরিস্থিতি বা অভিযোগ এখনও নজরে আসে নাই। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তির পর অন্যান্য বেকারদের নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের হাতে পদ থাকিবে কিনা কিংবা অন্যান্যদের নিয়োগে আরও পদ সৃষ্টি হইবে কিনা জানা যায় নাই। দেরীতে হইলেও ইহাই বড় সুখবর যে, চাকুরীচ্যুতদের ভাগ্য ফিরিতেছে। অন্ধাকর ভেদ করিয়া আলোর রোশনাই দেখা দেয়। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের অন্ধকার জীবনেও দেখা দিতেছে আলোর ঝলকানি। ইতিহাসের ইহা বড় নির্মম অভিজ্ঞতা।

ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ৯

হাফলং (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় মঙ্গলবার এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে ৯ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শিলচর-সৌরাষ্ট্র মহাসড়কের লাংটিং থানার ২ কিলোমিটার দূরবর্তী এলাকায়।

জানা গেছে, আজ বেলা দুটো নাগাদ গুয়াহাটি থেকে হাফলং আসার পথে এএস ০১ বিপি ৩২৩৩ নম্বরের একটি বলেরো গাড়ির সঙ্গে লাংটিং থেকে লামডিং অভিমুখী এএস ০২ বিসি ৯৭৯৬ নম্বরের টাটা মোবাইলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বলেরো গাড়ির ৬ জন যাত্রী এবং টাটা মোবাইলের ৩ জন যাত্রী গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে লাংটিং পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের উদ্ধার করে লাংটিং মডেল হাসপাতালে পাঠান। আহতদের সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ডাক্তাররা উন্নত চিকিৎসার জন্য সবাইকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে। দুর্ঘটনায় আহত সবার নাম জানা যায়নি। তবে দুর্ঘটনায় আহত চার যাত্রীর নাম জানা গিয়েছে। তাঁরা যথাক্রমে অনিতা ছেত্রী, নারায়ণ ছেত্রী, শ্যাম ছেত্রী ও মায়া ছেত্রী।

দিল্লিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম জানতে চাইলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে তা জানতে চাইলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঊ মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আপের প্রধান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ছুড়ে কেজরিওয়াল বলেন, "অমিত শাহ বলেছেন দিল্লির জনাদেশ পেলেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম জানাবেন। কিন্তু দিল্লির মানুষ জানতে চায় তারা বিজেপিকে ভোট দিলে কে তাদের মুখ্যমন্ত্রী হবে।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের বাকি আর তিন দিন। ঠিক সেই সময় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে বলেন ঊ পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান প্রতিপক্ষের দিকে চ্যালেঞ্জ করে কেজরিওয়াল বলেন, "বুধবার দুপুর ১টা পর্যন্ত ওদের সময় দিলাম। আমি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সঙ্গে বিতর্কে বসতে চাই। আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বিজেপি কোনও নাম ঘোষনা না করতে পারে, তাহলে আমি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করবো"।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঠিক কী বলবেন, সে বিষয়ে একটি কথাও না বলে কেজরিওয়াল বলেছেন, "অমিত শাহ বলেছেন দিল্লির জনাদেশ পেলেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম জানাবেন। কিন্তু দিল্লির মানুষ জানতে চায় তারা বিজেপিকে ভোট দিলে কে তাদের মুখ্যমন্ত্রী হবে। যদি অমিত শাহ কোনও অশিক্ষিত ও অযোগ্য মানুষের নাম করেন। সেটা দিল্লির মানুষদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা হবে।"

ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের তাগিদ বাড়ছে

হরিগোপাল দেবনাথ

বর্তমানে আমাদের খণ্ডিত ভারতবর্ষকে বিশ্ব খেতাব দিয়েছে 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে। স্বভাবতই দেশের সুনাগরিক বলে দাবীদারগণ গর্ববোধ না করে পারেন না। আমি নিজেও তাদেরই দলে। কিন্তু গণতন্ত্রের যে চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা ছেড়ে বললেও, এই চার বৈশিষ্ট্য, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, এদেশের যথার্থ মর্যাদা সম্পন্ন কি? কী বলবেন, (ক) দেশের কর্ণধারগণ (খ) রাজনীতি বিশারদগণ (গ) রাষ্ট্রনীতিতে পোড় -খাওয়া গণ্যমান্য চিন্তানায়কগণ (ঘ) দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহের বর্তমান নেতাগণ ও নেত্রীগণ? বাস্তব ক্ষেত্রে সংরক্ষণপ্রথা, দুর্নীতি, দলবাজি, স্বজনপোষণ, ক্যাডারবর্গ ও আমলাবর্গ তোষণ, ক্ষমতা আঁকড়ে রাখাতে চেয়ে যথেচ্ছভাবের দুর্বৃত্তায়ন—এসবের কারণেই যে আজ থেকে বহু বছর আগে থেকেই উক্ত সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা বলতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বাদ রেখেও স্রেফ পলিটিক্যাল ফ্রিডম (একমাত্র ভোটদানকে যদিও বা তর্কের খাতিরে ধর্তব্যের মধ্যে না রাখি) দেশের সকলের জীবনেই আশানুরূপভাবে বাস্তবায়ণের সুযোগ ও মর্যাদা পাচ্ছে কি? শুধু পেপার ফ্ল্যাস বা মাইকযোগে বললেই তো হবে না, যদি সাহস পান উপযুক্ত প্রমাণসহ কর্ণধাররা শ্বেতপুস্তিকা প্রকাশ করে জনসমক্ষে জানান দিলেই তো কেল্লা ফতে। এবার শুনুন বলছি, সাম্য যদি মর্যাদা পেত তাহলে আইনের চোখে সবাই সমান এ নীতির বাস্তবায়নে গড়িমসি হচ্ছে কেন? যদি মৈত্রীকে মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, দশকের পর দশক ধরে দেশের রাজ্যে রাজ্যে বৈষম্য মূলক ও হিংসা বা বিদ্বেষমূলক আচরণের ভুরি ভুরি নজির কেন এত সুলভ হচ্ছে? যদি ভ্রাতৃত্বকে মানা হত তবে নাগরিকত্ব সংশোধনীতে (ক্যা) কেন মুসলমানরা বাদ পড়বেন? প্রসঙ্গেই আমার সাফ জবাব, গণতন্ত্রকে অন্যান্য অনেকের মতোই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে গিয়েই ভারতবর্ষে এর মূল্যায়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগত অন্যান্য ত্রুটিগুলো রয়েছে তা আর ঝাঁপি খুলে দুর্গন্ধ বের করলুম না।

দ্বিতীয়তঃ আসছি, আমাদের রাষ্ট্রনায়ক নায়িকাদের বিষয়ে। আমার জীবদ্দশাতেই বিগত প্রায় সাত দশক কাল ধরে দেখে চলেছি যে, দেশটার কি আঞ্চলিক কি কেন্দ্রীক কোন রাজনৈতিক দলেরই নেতা-নেত্রী বা কর্মীদের ক্ষেত্রে দেশবাসীর প্রতি কোন দায়িত্ব বোধ দেখানো বা দায়িত্ব পালনের কোনই বালাই নেই। আর , দায়িত্ব পালনের বলাই নেই বলেই নেতা, নেত্রীরা ক্ষমতার কুন্তী খানা বাগিয়ে নিতে পারেলে বেচারা দেশবাসীদের বিনা দ্বিধায় উপেক্ষা করতে পারেন। দেশের নাগরিক তথা ভোটদাতাগণকেও বুড়ো আঙ্গুলি দেখিয়ে আলাবিদা বা গুড বাই জানাতে পারেন। কেন না তারা এতটাই বুঝে গেছেন যে নেতা, নেত্রীদের এই ধরণের দুরাচার এর আগেই তাদের পূর্বসুরীরাও আচরণে সসম্মানে বিদায় নিয়েছেন। সুতরাং তারা সকলেই মাভৈঃ। বিগত সাত দশক ধরে গণতন্ত্রে আঙিনায় জাঁকিয়ে থেকে ভোট শিকারীরা যথেচ্ছ ভাবে বুক ফুলিয়েই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অজস্র খেলাপ করেছেন ও কারোর ক্ষেত্রেই বিধিবদ্ধ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি বা জানা যায় নি। আই, বলতে হচ্ছে যে,সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

আর এসবই হচ্ছে, আমার দৃষ্টিতে কয়েকটি গলদপূর্ণ রীতি-নীতির জন্যে। যেমন (১) স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বীও প্রবমান রাজনৈতিক দল সমূহের কোনটিরই নির্দিষ্ট কোন নীতি বা আদর্শ নেই, দার্শনিক কোন মতাদর্শ নেইয সমাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীও নেই। এর পেছনে মূল কারণ তাদের না আছে প্রকৃত সমাজ চেতনা, না রয়েছে দিশা যুক্ত কোন রাজনৈতিক আদর্শ। (২) রাজ্য বা রাষ্ট্রপরিচালনা করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজনমাফিক শর্ত হল একটি সামাজিক অর্থনৈতিক থিয়োরি একান্ত প্রয়োজন। অথচ তাদের কারোর হাতেই এর কোন বালাই নেই। তারা মুখে বলেন কেই গান্ধীবাদ, কেই মার্কসবাদ, কেউ সমাজতন্ত্রে কথা, কেউ বা প্রগতিশীলতার কথা, কেউ গণতন্ত্রের কথা, একই প্রজা-হিতৈষনার কথা ইত্যাদি হাজারো রকমের গালভরা চটকদার ও চমকদার স্লোগান। সবই বুলি উড়িয়ে চলেন দেশের আপামর জনসাধারণকে ঠকাতে, প্রতারিত করতে, ধোঁকা দিতে। আসলে , ওদের একটা দিশা কী উপায়ে ক্ষমতা দখল করা যায় ও দখলীকৃত ক্ষমতা কুক্ষিত করে রাখা যায়। কারণ মূল লক্ষ্যটা তো দেদার শোষণ। তাই শোষণের লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ওরা চিরকালই শিকারী, চিল শকুনের মতো কিংবা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতোই ভোটের ময়দানে হাজির থাকেন। আর ভোট থলেতে পুরে নিতে যখন যা দরকার তখন তা-ই যে -যা-ত-তা) করে থাকেন যাকে যা বলা দরকার বা যেমনটা যার সঙ্গে আবরণ করা দরকার তাই করে থাকেন। এরা মূলতঃ পুঁজিবাদের দালাল, শোষকশ্রেণির সাচ্চা মালদার আরও একটা ওদের সাধারণ পরিচয় ও হতে পারে---ওরা বলেন সুবিধাবাদী। তাই, খুনী, ধর্ষক, লুটেরা, ব্যাংক, তছরুপকারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদার মধ্যস্বত্বভোগী প্রমুখরা ওদের সারাক্ষণের সঙ্গী, প্রমোদভোগের বিশ্বস্ত ইয়ার খোয়ার দেখার সহচর ও দুর্বৃত্তায়নের নির্ভরযোগ্য জেনার‍্যাল। বস্তুতঃ , আমাদের দুর্ভাগ্য কে, ব্রিটিশরা এই দেশ ছেড়ে যাবার পর থেকেই এই সব শ্রেণির ধৃতরা, নীতিবর্জিত , আদর্শ হীন দুরাচারীরা জার্সির রঙ, টুপির রঙ, কোতার রঙ ও মুখের বুলি অদল বদল করে ভারতের রাজনীতির আঙিনায় জাঁকিয়ে বসেছেন ও বসছেন---যেন আঁঠালো গুড়ের পিপেতে লেপটে যাওয়া পিঁপড়েরা। তাই আজ একান্ত প্রয়োজন---রাজনীতির ময়দান থেকে ওদের ঝড়ে শিকড়ে উপড়ে ফেলে বিদেয় করা। নতুবা ওরা যতদিন বহাল তবিয়তে থাকবে ততদিন দেশে কোন মতেই কোন দিনই দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষিত হতে পারবে না। দেশের সাধাণর ছা-পোষা অসাহায় অসমর্থ লোকগুলির যা-ই তাদের ধর্মমত, বাষা বা বুলি, খাদ্য বা পোষাক যা-ই হোক না কেন। নীতি আদর্শহীন, দুরাচারী, শোষণ সেয়ানা ওই সমস্ত সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের সুচিন্তিত ও গভীর ষড়যন্ত্রে আরেক কুফলের কারণে দেশবাসীকে অতীতে অনেক মাশুলদিতে হয়েছে, এখনও দিতে হচ্ছে ও অচিরে ওদের সরাতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে দেশবাসীকে হয়তো আরও বড় রকমের অশান্তির মোকাবেলা করতে হতে পারে। এখন, তারই সংকিঞ্চিৎ আলোচনা রইল।

(১) অতীতে শুধু ক্ষমতা ভোগের লালসাকাতর হয়ে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগ করায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সুলভ্য, ঐশ্বর্যশালী ও ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালী জনগোষ্ঠীটার অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে গেছে,যা আজ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জি পূরাতে গিয়ে লাখ লাখ বাঙালী দুর্দশায় পতিত হতে হচ্ছে।

(২) নেহেরুর ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনঘটনের জের টানতে গিয়েই আজ ভাবতেবদিকেদিকে আঞ্চলিকতাবাদ প্রাদেশিকতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও রাজ্যভাঙার আনেদিলন দেখাদিতে শুরু করেছে।

(৩) ভোট শিকারীদের ভোট পকেট সাজাতে, বানাতে ও মদত দিয়ে খুশী রাখতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী অস্থিরতা দিনে দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। এজন্যে দায়ী অদূরদর্শী, অপরিনামদর্শীও বিবেচনারহিত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা।

(৪) বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, ঘাতকবাহিনীকে মদত দিয়ে আপন খেয়াল চরিতার্থ করার হীন প্রয়াসে মত্ত দুর্নীতিগ্রস্তদের অবিলম্বে কড়া হাতে শায়েস্তা করতে হবে।

এমতাবস্থায় একান্ত প্রয়োজন বর্তমান রাজনীতির খোল নলচে পালটে ফেলে রাজনীতিতে আদর্শায়নের। এজন্যে চাই আদর্শভিত্তিক, নৈতিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাজ সচেতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। নতুবা বর্তমান ভারতবর্ষের দুর্যোধন দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে নাতুলতে পারলে ভারতবর্ষের সংহতি, ঐক্য চেতনা, একান্ততাবোধ ইত্যাদি মারাত্মকভাবে মার খেতে বাধ্য বলেই অনুমিত হচ্ছে। আর এজন্যে সর্বোগ্রেই এগিয়েআসতে হবে দেশাত্মবোধ ও মানবিকতায় জাগ্রত তরুণ সমাজকে। একমাত্র তারই পারবে আসন্ন বিপর্যয় থেকে দেশকে সঠিক পথে চালনা করতে।

আই সি ইউতে এয়ার ইন্ডিয়া, না বেচে উপায় নেই

অপূর্ব দাস

এমুহূর্তে দেশের সামনে বড় জ্বলন্ত সমস্যা হল আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতিসাধন। প্রত্যক্ষ কর ও কর্পোরেট কর আদায় কমছে। জিডিপি ক্রমশ কমছে। বাজারে সামগ্রিক চাহিদা তলানিতে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে কোপ বসাচ্ছে মূল্যস্ফীতি ।জিএসটি আদায় আশানুরূপ নয়। রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি না পৌঁছনোয় মোদি সরকারের কপালের ভাঁজ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। সরকারি তহবিলের শোচনীয় হাল ও সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও খুব আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় লোকসানে চলা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া বেচে দেওয়ার দ্বিতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে এলআইসি ও আইডিবিআই ব্যাঙ্কের শেয়ার আংশতি বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। লাভজনক সরকারি সংস্থা এলআইসি'র মতো সংস্থার শেয়ার বিক্রি করার পথে যখন কেন্দ্র এগোচ্ছে তখন অলাভজন সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়াকে বেচতে কেন্দ্র ১৭ মার্চের মধ্যে আগ্রহী ক্রেতাকে প্রস্তাব জমা দিতে আহ্বান জানিয়েছে, যাতে মাস তিনেকের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সলা হয়। প্রশ্ন হল, করদাতাদের হাজার হাজার কোটি টাকা জলে ঢেলে কতদিন জাতীয় গর্বের দোহাই দিয়ে একটি শ্বেতহস্তী পোষা চালিয়ে যাওয়া হবে, নাকি সংস্কারে গতি এনে অপ্রিয়ের ভাগীদার হবে মোদি সরকার।

এয়ার ইন্ডিয়ার পুরো মলিকানা কেন্দ্রে। বিমান সংস্থার ঘাড়ে দেনার বোঝা এ মুহূর্তে দাঁড়িয়েছে ৫৮ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া দায়বদ্ধতার পরিমাণও কয়েক হাজার কোটি। বর্তমান যুগে একটা বিমান সংস্থা চালানো কোনও সরকারের কাজ হতে পারে না, বিশেষ করে লোকসানে চালাকোন সংস্থা। হাজার হাজার কোটি টাকার দেনার সঙ্গে লোকসানের বহর বাড়ানো হবে, নাকি কঠোর বাস্তবকে মেনে নেওয়া হবে, এটাই এখন প্রশ্ন।

এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান রয়েছে ১৪৬টি। তার মেধ্যে ৮২টি উড়ান রয়েছে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে তারা যেখানে কম উড়ান নিয়ে মুনাফা করেছে ৪১০০ কোটি টাকা, সেখানে এয়ার ইন্ডিয়ার লোকসান হয়েছে ৮৫৫৬ কোটি টাকা। অবশ্য ১৮টি বিমান টাকার অভাবে আকাশে উড়ার মতো অবস্থায় না থাকায় ফেলে রাখা হয়েছে হ্যাঙ্গারে। এয়ার ইন্ডিয়ার ৫৬টি ক্ষেত্রে অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৪২টি বিমান চলাচল করে।তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র লাভজনক হলেও দেশের অভ্যন্তরীণ কয়েকটি রুটে লোকসান করে চালাতে হয়। লোকসান কমাতেই প্রোমোটারের সন্ধানে নেমেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রে পক্ষে বলার মতো হল, এয়ার ইন্ডিয়ার একটা সুনাম রয়েছে, যেটা ব্যান্ড ভ্যালু হিসেবে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করবে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ স্পট এয়ার ইন্ডিয়ার অনুকূলে, যা বিনিয়োগকারীর কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হবে। এয়ার ইন্ডিয়ার সম্পদের জন্য পৃথক সংস্থা এয়ার ইন্ডয়া অ্যাসেট হ্যোল্ডিটং লিমিটেডের জন্য সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে কেন্দ্র চাঙা করার চেষ্টা করেও কুলকিনারা পায়নি। কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সম্প্রতি বলেছেন, এয়ার ইন্ডিয়া এভাবে লোকসান দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। কেন্দ্র বিক্রি করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত কি কেউ কেনার জন্য রদপত্র দিতে এগিয়ে আসবে? নতুন ক্রেতার সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক কেমন হবে, এরকম নানা প্রশ্ন রয়েছে।

প্রথম এনডিএ সরকারের আমলে ২০০০ সালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স (তখন এই নামে পরিচিত)বিক্রির প্রস্তাব ওঠে। টাটা গোষ্ঠা এল এন মিত্তল, ভিডিওকন, আদানি গ্রুপ আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু সরকারের অন্দরে ও বিরোধী পক্ষের আপত্তিতে সেই প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এরপর ২০১৮ সালে নরেন্দ্র মোদির সরকার প্রথম দফার শেষ দিকে ৭৬ শতাংশ শেয়ার বিক্রির চেষ্টা করে শর্তসাপেক্ষে। তখন কেন্দ্রে বিক্রি করার শর্তে স্বচ্ছতা ছিল না। ঋণ মেটানোর টাকার অঙ্ক নিয়েও জটিলতা ছিল। দর দেওয়া হয় ৫০০ কোটি ডলার । তা ছাড়া শেয়ারের শতাংশ ও নিয়ন্ত্রণের রাশ পুরো ছেড়ে না দেওয়ায় একজনও এগিয়ে আসেনি কিনতে। তাই এবার আগের ভুল শুধরে পুরো ১০০ শতাংশ বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়া এয়ার নিন্ডয়া ও সিঙ্গাপুরের এসটিএসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গ্রাউড হ্যান্ডলিংয়ের ৫০ শতাংশ ও কম খরচের এয়ার ইন্ডিয়া এপ্রস বিক্রি করারও কথা, বলা হয়েছে ২৩ হাজার কোটিতে যা প্রথম বারের তুলনায় ১০ হাজার কোটি টাকা কম। দরপত্র যে দেবে তার মোচ সম্পদের পরিমাণও পাঁচ হাজার কোটি থেকে এবার কমিয়ে সাড়ে তিন হাজার কোটি রাখা হয়েছে। কীভাবে বিমান সংস্থা বিক্রিবাটা করা যায় তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে তত্ত্বতালাশ করে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উড়ানের ক্ষেত্রে ৫০.৬৪ শতাংশ মার্কেট দখল রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়ার । ২৩ হাজার কোটিরবেশি দীর্ঘমেয়াদি তামামি হওয়া বোঝা ও চলতি দায়ের হিসেবে করা হবে লেনদেনের সময়ে। এয়ারপোর্টে বিমান চলাচল সংক্রান্ত, মালপত্রসামলোনো ইত্যাদি কাজেরও বেসরকারিকরণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে এয়ার ইন্ডিয়া যদি হাতবদল হয় তাহলে নতুন পার্টি বা কোনও কনসার্টিয়াম প্রথমেই লোকসানে চলা আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বিমানের রুটগুলো ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করবে। তাতে অবশ্য যাত্রীরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে। টিকিটের দাম বাড়বে। এয়ার ইন্ডিয়া বেশি লাগেজ নিয়ে যেতে দেয়। সেই সুবিধা পাবে না যাত্রীরা। সেক্ষেত্রে ভাড়া নিয়ে বেসরকারি উড়ান সংস্থা বেশি করে যাত্রীদের শোষণ করার সুযোগ পাবে।

শেষ পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়া কি বেসরকারি হাতে যাবে? কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষ কেএন্দ্র এই উদ্যোগ ভেস্তে দিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা শুরু করেছে। কংগ্রেস তো খোঁচা মেরে বিদ্ধ করে বলেছেন, এই সরকার হল বেচুবাবুর সরকার। ট্যাকের জোর নেই তাই সরকারি সম্পদ বেচা চলছে। এমনকি বিজেপি দলের মধ্যে এই ইস্যুতে মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠেছে। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী হুমকি দিয়েছেন বিক্রির চেষ্টা হলে তিনি আদালতে যাবেন। তাঁর মনে হয়েছে, এটা ঘরের সোনাবরূপো বেচে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত আগেই এয়ার ইন্ডিয়া বেচে দেওয়ার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। জাতীয় ক্যারিয়ার বিক্রি হবে কিনা, তা কিছুদিনের মধ্যে স্পষ্ট হবে। অনেকটা নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। লোকসানে চলা একটা বিমান সংস্থার প্রায় ১৮ হাজার কর্মী ও বিপুল দোনার বোঝা নেওয়ার মতো হিম্মত দেখিয়ে কেনার মতো কেউ এগিয়ে আসবে কিনা, তার জবাব দেওয়া এ মুহূর্তে অজানা। দ্বিতীয়বারেও মহারাজার মতো জাতকীয় গর্ব বিক্রির প্রয়াস ভেস্তে গেলে তখন কী হতে পারে? কাঁধের বোঝা হালকা করতে সরকার এয়ার ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শাখা দফায় দফায় বেসরকারি হাতে দেওয়ার পথে হাঁটার চেষ্টা করতে পারে।

২০১২ থেকে করদাতাদের ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঢালা হয়েছে মহারাজারন পুররুজ্জীবনে, কিন্তু লাভের মুখ খেতে পায়নি। বিপুল সংখ্যক কর্মীর বোঝা টানতে গিয়ে হিমশিম দশা। এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের কর্মী সংখ্যা ১৭ হাজার ৯৮৪ জন। তাঁদের মধ্যে ৯৬১৬ স্থায়ী কর্মী। আগামী ৫ বছরে অবসরনেবে ৩৬ শতাংশ স্থায়ী কর্মী। এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী লোহানি অবশ্য বলেছেন, কোনও বাড়তি স্টাফ নেই। এই অবসথায় ক্রেতা সংস্থা কতজনকে রাখবে, সেটা অন্যতম বাধা হয়ে উঠতে পারে। কেন্দ্র চাইবে অধিকাংশ কর্মী য়েন কাজে বহাল থাকে। বিজেপি কর্মী সংগঠন বিএমএস দাবি তুলেছে বিক্রি করার চলবে না। বেসরকারিকরণ করলেও সব কর্মীকে কাজে বহাল রাখতে হবে। এই অবস্থায় কর্মীর বোঝা বিক্রির ক্ষেত্রে বড়সড় গাঁট হয়ে উঠতে পারে। কোনও ক্রেতাই এত কর্মী নিয়ে ও তাদের সব বর্তমান সুযোগসুবিধা (বিমানে নিখরচায় ভ্রমণ পেনশন ইত্যাদি) দিয়ে সংস্থাকে লাভজনক করতে পারবে না। সরকার হাতি পোষা থেকে রেহাই পেতে এবার পূর্বের দুটো বাধা (২৬ শতাংশ শেয়ার ও ঋণের দায়ভার) সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কর্মী সংকোচনের ইস্যু থেকেই গেছে। এমতাবস্থায় কর্মীদের ন্যূনতম স্বার্থ বজায় রেখে জাতীয় এই সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা ভাঁড়ার শূন্য একটি সরকারের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। প্রতিদিন এয়ার ইন্ডিয়াকে সচল রাখতে সরকারি তহবিলের ২০ থেকে ২৬ কোটি এরকম একটি অন্যাভজনক সংস্থা কতদিন বাঁচানো সম্ভব? কোনও প্রাইভেট পার্টি এগিয়ে না এলে প্রাচীন অভিজাত এই সরকারি সংস্থার ঝাঁপ বন্ধ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে কি চলতি বছরেই এয়ার ইন্ডিয়ার অন্তর্জলিযাত্রা দেখতে হবে? যদিও সরকার বলছে বেসরকারিকরণ করেই এতে বাঁচিয়ে তোলা হবে,ঝাঁপ বন্ধ হবে না। অধিকাংশ বিমান সংস্থা যখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাচ্ছে (ইতিমধ্যে কিংফিশার ও জেট বন্ধ হয়ে গেছে। তখন দগাইলস্করী চালের এয়ার ইন্ডিয়ার পুররুজ্জীবন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মতো। তবে যে কোন বেসরকারি সংস্থা হাতে নিক তাকে লাভের গুড় থেকে কর্মীদের বেতন দিয়ে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সেটাও একটা নতুন নজির হবে উড়ান শিল্পের ইতিহাসে।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আইএনপিটি'র আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বড়ো চুক্তির আনন্দোৎসবে শামিল হতে ৭ ফেব্রুয়ারি অসমের কোকরাঝাড় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং উগ্রপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠী-সহ বড়ো জনগোষ্ঠীয় কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন উপলক্ষ্যে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী এক বিশাল আনন্দোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি) তথা নবনামাঙ্কিত বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড়ে। প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির আনন্দোৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সশরীরে অংশগ্রহণ করবেন।

বিটিএডি এবং অসমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমপক্ষে ৪,০০,০০০ জনতা এদিন প্রধানমন্ত্রীনকে স্বাগত জানাবেন বলে জানানো হয়েছে। অসম সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক আয়োজিত এক বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বৈচিতর্যময় কলা-সংস্কৃতি প্রদর্শন করা হবে। চলতি বছরের ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত জনতার সামনে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

উল্লেখ্য, ২৭ জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে ওই দিনকে 'ভারতের জন্য এক বিশেষ দিন' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছিলেন, 'চুক্তিটি শান্তি, সম্প্রীতি ও একতার নতুন প্রভাতের সূচনা করে বড়ো জনসাধারণের জীবনে যুগান্তকারী পরবির্তন কেড়ে আনবে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ' নীতি এবং উত্তরপূর্বের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি পাঁচ দশকের বড়ো সমস্যার সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

টুইটে তিনি বলেছিলেন, 'বড়ো চুক্তিটি বেশ কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যারা এত দিন সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা আজ মূলস্রোতে ফিরে এসে রাষ্ট্রের প্রগতির ধারায় শামিল হয়েছেন।' এই চুক্তির বলে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বডোল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর চার গোষ্ঠীর ১৬১৫ জন সক্রিয় ক্যাডার আত্মসমর্পণ করে দুদিনের মধ্যে মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বড়ো শান্তিচুক্তির দ্বারা বড়ো জনসাধারণের একক, অনন্য সংস্কৃতিকে অধিক সুরক্ষিত ও জনপ্রিয় করবে। ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা লাভ করবেন তাঁরা। বড়ো জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আমি যথাসম্ভব সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করব।" প্রসঙ্গত, বড়ো এলাকার উন্নয়নে ১৫০০ কোটি টাকার এক বিশেষ তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজশাহীর পদ্মা নদীতে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত ৫ জেলের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৪।। রাজশাহীর পদ্মা নদীতে ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে অপহৃত ৫ জেলের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের আলীমগঞ্জ এলাকায় মৎস্যজীবী সমিতি ও এলকাবাসীর উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে জানানো হয়, গত ৩১ জানুয়ারি পদ্মা নদীতে মাছ ধরার সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোদাগাড়ী উপজেলার খরচাকা-গহমাবোনা সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে ৫ জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বিএসএফ। এ নিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে পতাকা বৈঠক হলেও অপহৃতদের ফেরত দেয়নি বিএসএফ। উল্টো ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে ওই ৫ জেলেকে ভারতীয় পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের ফেরত আনতে সরকারের প থেকে সেরকম কোনো উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে অপহৃতদের মুক্তির দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে। অপহৃতরাা হলেন,রাজন হোসেন (২৫), সোহেল রানা (২৭), কাবিল হোসেন (২৫), শাহীন আলী (৩৫) ও শফিকুল ইসলাম (৩০)। তাদের সবার বাড়ি পবার গহমাবোনা গ্রামে।

৮ মাসের শিশু কোলে করেই মানববন্ধনে অংশ নেন অপহৃত জেলে শাহিনের স্ত্রী বীথি খাতুন। স্বামির মুক্তি দাবি করে এ নারী জানান, পরিবারের আয়-রোজগারের একমাত্র উৎস তার স্বামী শাহিন। প্রতিদিনের মতো গত ৩১ জানুয়ারি শাহিন বাড়ির পাশে পদ্মা নদীতে মাছ ধরছিলেন। সে সময় স্পিড বোটে বিএসএফের কয়েক সদস্য বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। শাহিন এখন কী অবস্থায় আছেন তাও জানেন না বীথি। বীথির মতোই আড়াই বছরের শিশু কোলে করে মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অপহৃত জেলে কাবিল হোসেনের স্ত্রী সমিরা খাতুন কান্না জড়ানো গলায় বলেন, আমার ছেলে বাবা কই, বাবা কবে আসবে, এসব বলতে বলতে সারাণ কান্না করতেছে। আমার স্বামী সংসার চালাতে ঋণ করে রাখছে। মাছ ধরেই সেই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করি আমরা। কিন্তু পদ্মা নদীতে মাছ ধরার সময় বিএসএফ তাকেও ধরে নিয়ে গেছে। এখন আমি অসহায় হয়ে দিন পার করতেছি। দ্রুত আমার স্বামীর মুক্তি চাই। অপহৃত আরেক জেলে শফিকুল ইসলামের মা আরজেমা বেগম জানান, পদ্মায় মাছ মারতে গেলে তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ। বাংলাদেশের ভেতর থেকেই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বিএসএফ তার ছেলেকে নির্যাতন করছে। মানববন্ধনে অংশ নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন অপহৃত আরেক জেলে রাজন আলীর মা ফাইমা বেগমও। তিনিও ছেলের আশু মুক্তি দাবি করেন। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

পাকিস্তানকে দুরমুশ করে ফাইনালে ভারত

পোচেস্ট্রুম, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারিয়ে আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। মঙ্গলবার পোচেস্ট্রুমে বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে পাকিস্তানকে দুরমুশ করল ভারত উ ভারতের এদিনের জয়ের নায়ক যশস্বী জয়সোয়াল (১০৫)। অন্যদিকে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন দিব্যাংশ সাক্সেনা করেন (৫৯)উ এই দুজনের দাপটে বিনা উইকেটে ১৭৬ রান তুলে পাকিস্তানের দেওয়া ১৭৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা পার করে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। রবিবার ফাইনালে পঞ্চমবার এই প্রতিযোগিতা জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নামবে ভারত।

আজ ভারতের বিরুদ্ধে টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেও পাকিস্তানের শুরুটা ভাল হয়নি। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে ৪ রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন মহম্মদ হুরেইন। তিন নম্বরে ব্যাট করতে আসা ফাহাদ মুনিরকে শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফেরান রবি বিষ্ণোই। একটা সময় ৯ ওভারে দুই উইকেট হারি ধুকছিল পাকিস্তান। ১৫ বলে ২১ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন মহম্মদ হারিস। ৪৩.১ ওভারে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস।

নিয়মিত ব্যবধানে পাকিস্তানের উইকেট পড়তে থাকে। ৩০ থেকে ৪০, এই ১০ ওভারে চার উইকেট পড়ল পাকিস্তানের। আর শেষ ছয় উইকেট পড়ল মাত্র ২৬ রানে! ভারতীয় বোলারদের আগ্রাসনের সামনে অসহায় দেখাল পাক ব্যাটসম্যানদের। ২৮ রানে তিন উইকেট নেওয়া বাঁ-হাতি পেসার সুশান্ত মিশ্রই সফলতম বোলার। কার্তিক ত্যাগি (২-৩২), রবি বিষ্ণোইরা (২-৪৬) সারাক্ষণ চাপ রেখে গেলেন বিপক্ষ ইনিংসে।

রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই দাপট দেখান ভারতের দুই ওপেনার। ভারতের জয়ের নায়ক যশস্বী জয়সোয়াল করেন ১০৫ (১১৩) উ তাঁর শতরানের স্কোরটি আটটি চার ও চারটি ছক্কায়। ছক্কা মেরে শতরান পূরণ করার পাশাপাশি দলকেও জেতান যশস্বী। অপর ওপেনার দিব্যাংশ সাক্সেনা করেন ৫৯ (৯৯) রান উ তাঁর অসাধারণ সঙ্গতে ৫৯ রান আসে ছ'টি অনবদ্য চারে। এদিন পাকিস্তানের কোনও বোলারই তাঁদের সমস্যায় ফেলতে পারেননি।

দুই ওপেনারের অসাধারণ পারফরম্যান্সের সৌজন্যে ৩৫.২ ওভারেই বিনা উইকেটে ১৭৬ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। সেইসঙ্গে এই নিয়ে আইসিসি অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে সাতবার ফাইনালে উঠল ভারতীয় দল উ রবিবার ফাইনালে পঞ্চমবার এই প্রতিযোগিতা জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নামবে ভারত। অন্য সেমি-ফাইনালে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে দল জিতবে তারাই ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হবে।

বদরপুরে ট্রাক-বলেরো সংঘর্ষ সৌভাগ্যবলে রক্ষা পেলেন করিমগঞ্জের ডিডিসি ও তাঁর পুত্র-কন্যা

বদরপুর (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা সৌভাগ্যবলে রক্ষা পেলেন করিমগঞ্জ জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) রঞ্জিত কুমার লস্কর। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ বদরপুরের ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের শ্রীগৌরী মালুয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, করিমগঞ্জ থেকে বদরপুর অভিমুখে এএস ০১ ইসি ৬৬৪৫ নম্বরের একটি দ্রুতগামী ট্রাক জাতীয় সড়কের বাম দিক থেকে ডান দিকে গিয়ে শিলচর থেকে করিমগঞ্জগামী এএস ০১ ডিএ ৯১১২ নম্বরের একটি বলেরো গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে বলেরো গাড়ির সামনের দিক সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়। বলেরো গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন ডিডিসি রঞ্জিত কুমার লস্কর। পেছনের আসনে ছিল তাঁর ছেলে ও মেয়ে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় জনগণ এসে আহত রঞ্জিত কুমার লস্কর-সহ তাঁর ছেলে ও মেয়েকে শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় বদরপুর পুলিশকে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে সদলবলে ছুটে আসেন বদরপুর থানার ট্রাফিক ইনচার্জ শ্যামানন্দ সিনহা। শ্রীগৌরী হাসপাতালে ছুটে এসে আহতদের খোঁজখবর নিয়ে খবর দেন করিমগঞ্জের জেলাশাসক ড় আনবামুথান এমপি এবং বদরপুরের সার্কল অফিসার দীপমালা গোয়ালাকে। তাঁরাও খবর পেয়ে ছুটে এসে আহতদের খোঁজখবর নেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রঞ্জিত কুমার লস্করের মাথায় আঘাত লেগেছে। আঘাত গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রঞ্জিতে নজির, ১২,০০০ রান জাফরের

নাগপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রঞ্জিতে নতুন নজির গড়লেন ওয়াসিম জাফর উ এবার প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১২,০০০ রান করলেন বিদর্ভের এই ক্রিকেটার উ মঙ্গলবার কেরলের বিরুদ্ধে চলা ম্যাচে এই নজির গড়েন জাফর।এই মরসুমের শুরুতে রঞ্জি ট্রফিতে ১১,৭৭৫ রান ছিল জাফরের। বিদর্ভের হয়ে মঙ্গলবার কেরলের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে নামার আগে তাঁর রান ছিল ১১,৯৮১। এদিন চার রানে দলের প্রথম উইকেট পড়ার পর তিন নম্বরে ক্রিজে এসেছিলেন জাফর। করলেন ৫৭। এই ইনিংসের পর রঞ্জি ট্রফিতে তাঁর রান দাঁড়াল ১২,০৩৮।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির নতুন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০৪।। দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আগামী শনিবার ঢাকায় সমাবেশসহ দুদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি।খালেদা জিয়ার কারাগারে যাওয়ার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনে এই সমাবেশ ডেকেছে দলটি।

মঙ্গলবার রাতে দলের এক যৌথসভার পর কর্মসূচি নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে আসেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।কর্মসূচির মধ্যে আছে- ৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্বাস্থ্য কামনায় দেশব্যাপী বাদ জুম্মা মসজিদে মসজিদে দোয়া মাহফিল, ৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ২টায় ঢাকায় নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ ও সারাদেশে জেলা সদরে বিেভ সমাবেশ।এছাড়া খালেদার কারাগারের যাওয়ার বর্ষপূর্তিতে পোস্টার ও প্রচারপত্র বিলি করবে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব।২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট মামলায় সাজার রায় হওয়ার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যান খালেদা। পরে জিয়া দাতব্য ট্রাস্ট মামলায়ও তার কারাদণ্ডের রায় হয়।বন্দি খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ার পর গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রয়েছেন।

দলীয় নেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ফখরুল বলেন,অবিলম্বে দেশনেত্রীকে মুক্তি দেওয়া হোক ও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক।আমরা আশঙ্কা করছি সরকার অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্যে তাকে এভাবে অসুস্থতাবস্থায় কারাগারে রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, দেশনেত্রীর স্বাস্থ্যের যে কোনো অবনতির জন্য এই সরকারকে সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের সামনে তাদেরকে একদিন আদালতে দাঁড়াতে হবে।

গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে যৌথসভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, প্রচার সম্পাদক শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, তাইফুল ইসলাম টিপু, মুনির হোসেন,ঢাকা মহানগর নেতা কাজী আবুল বাশার, তুহিনুল ইসলাম তুহিন, যুবদলের সাইফুল ইসলাম নিরব, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, মহিলা দলের আফরোজা আব্বাস, সুলতানা আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, মহিলা উলামা দলের শাহ নেছারুল হক, নজরুল ইসলাম তালুকদার, সেলিম রেজা, জাসাসের শায়রুল কবির খান, জাকির হোসেন রোকন, কৃষক দলের হাসান জাফির তুহিন, তাঁতী দলের আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

সিএএ বিরোধী আন্দোলনের আড়ালে দেশবিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে : রবীন্দ্রকিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আড়ালে ভারত বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে বলে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় জানালেন বর্ষীয়ান সাংসদ রবীন্দ্রকিশোর সিনহা। রাজ্যসভায় এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য জিরো আওয়ারে নোটিশ বা আর্জি জানান তিনি।

এদিন সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে একহাত নিয়ে রবীন্দ্রকিশোর সিনহা রাজ্যসভায় দাবি করেন যে, এই সকল আন্দোলনের আড়ালে দেশবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে। চক্রান্ত করেই এমন কাজ হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের কাছে বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা দাবি করেন যে, দেশদ্রোহী নেতাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। সিএএ-র ফলে কারও যে নাগরিকত্ব যাবে না তা নিশ্চিত। এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার। কিন্তু বিক্ষোভকারিরা বিষয়টি বুঝতে চাইছে না। ফলে এবার তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে সিএএ। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এই আইনের বলে।

বেলজিয়ান মালিনয়েজ এবার নবান্নের নিরাপত্তায়

কলকাতা,৪ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): এবার নবান্নের নিরাপত্তায় আসছে বেলজিয়ান মালিনয়েজ উ বেলজিয়ান মালিনয়েজের কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্য যে কোনও প্রজাতির কুকুরের থেকে অনেক বেশিউ তাই এবার নবান্নের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হবে বেলজিয়ান মালিনয়েজ প্রজাতির কুকুরকেউ

সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ে সারা বিশ্বের প্রথম সারিতে রয়েছে বেলজিয়ান মালিনয়েজ। ভারতেও নকশাল-বিরোধী অপারেশনে সিআরপিএফ এবং আইটিবিপি এই প্রজাতির কুকুর ব্যবহার করেউ তাই এবার শহরে যে কোনও জঙ্গি হানার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যে শামিল করা হবে বেলজিয়ান মালিনয়েজ প্রজাতির কুকুরকেওউ

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর,ইতিমধ্যেই ১৮টি এই প্রজাতির কুকুর কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেউ তবে, কুকুরদের কিনে তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করে বাহিনীর কাজে যোগ দেওয়ার উপযুক্ত হতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

কাছাড়ে সহকর্মীর গুলিতে হত সিআরপিএফ জওয়ান, ঘায়েল অপর এক

উধারবন্দ (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সহকর্মীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছেন সিআরপিএফ-এর জনৈক জওয়ান। একই ঘটনায় আহত অপর এক জওয়ানকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার মধ্যরাতে কাছাড় জেলার দয়াপুরে অবস্থিত সিআরপিএফ-এর ১৪৭ ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল রাতের খাবার পর কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে হাবিলদার ধরমপাল যাদবের সঙ্গে তর্ক বাঁধে ভিমলেস উপাধ্যায় ও সুরেন্দ্র কুমারের। কথা কাটি এক সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। আচমকা মেজাজ হারিয়ে ধরমপাল যাদব তার নিজের সার্ভিস রাইফেল নিয়ে এসে ভিমলেস উপাধ্যায় ও সুরেন্দ্র কুমারকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে পর পর তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে বসেন। গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বিহারের বাসিন্দা ভিমলেস উপাধ্যায়। গুলি লাগে সুরেন্দ্র কুমারের শরীরেও। চোখের নিমেষে সংগঠিত ঘটনায় হতভম্ব সহকর্মীরা। তাঁরা ছুটে এসে ঝাপটে ধরে কাবু করেন ধরমপালকে। কিন্তু ততক্ষণে যা অঘটন ঘটার ঘটে গেছে।

এদিকে গুলিবিদ্ধ হওয়ায় মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছিলেন সুরেন্দ্র কুমার। ইত্যবসরে গুনিবিদ্ধ দুনকেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা ভিমলেস উপাধ্যায়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুরেন্দ্র কুমারের চিকিৎসা শুরু করেছেন ডাক্তাররা।

অন্যদিকে ধরমপালকে তার সহকর্মীরা ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছেন। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। শিলচর সদর থানার ওসি দিতুমণি শইকিয়া ঘটনার তথ্য দিয়ে মঙ্গলবার জানান, ধরমপালকে সিআরপিএফ জওয়ানরাও সমঝে দিয়েছেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দয়াপুর সিআরপিএফ ক্যাম্পাসে বিষাদের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

স্থায়ী এমভিআই-এর দাবিতে করিমগঞ্জে মোটর চালক ও মালিক সংস্থা আহূত প্রতিবাদের চতুর্থ দিন

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা পরিবহণ দফতরের 'চরম উদাসীনতা'র বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদের আজ চতুর্থ দিন। জেলার বিভিন্ন মোটর চালক ও মালিক সংস্থার কর্মকর্তারা স্থায়ী এমভিআই নিয়োগের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করতে পরিবহণ দফতরের পদস্থ আধিকারিক অস্থায়ীভাবে এমভিআই নিয়োগ করলেও তা মানতে নারাজ আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, যতদিন পর্যন্ত করিমগঞ্জের ডিটিও কার্যালয়ে স্থায়ী এমভিআই নিয়োগ করা হবে না ততদিন আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

গোলাঘাটের এমভিআই বিআই মজুমদার মঙ্গলবার করিমগঞ্জ ডিটিও কার্যালয়ে এসে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গাড়ির মালিক ও চালক সংস্থার কর্মকর্তারা। আন্দোলনকারীদের পক্ষে বিধু ঘোষ, জমির উদ্দিনরা বলেন, গত প্রায় দু মাস থেকে এমভিআই-এর চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে। যার ফলে করিমগঞ্জ ডিটিও কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট থেকে আরম্ভ করে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ির এমভিআই রিপোর্ট হচ্ছে না। এই সময়ের মধ্যে অন্তত কয়েশো ফাইল এমভিআই-এর টেবিলে পড়ে আছে। ফিটনেস ফাইন বাবদ দৈনিক পঞ্চাশ টাকা জরিমানা কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না। সরকারকে এই ফাইন মকুব করতেই হবে।

আন্দোলনকারীরা ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, যেহেতু কার্যালয়ে আধিকারিক নেই, তাই এই টাকা কেন দেওয়া হবে? পরিবহণ বিভাগের চরম উদাসীনতার দরুন এতদিন থেকে করিমগঞ্জ ডিটিও কার্যালয়ে এ ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে গোলাঘাটের এমভিআই অস্থায়ীভাবে করিমগঞ্জের কাজ চালাবেন। আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন, এটা কী করে সম্ভব? এত দূর উজান অসম থেকে এসে একজন মানুষ কী করে দু দুটি জেলার দায়িত্ব সামলাবেন? আসলে আন্দোলনের চাপে পড়ে বিষয়টি নিয়ে ছেলেখেলা করা হচ্ছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান আন্দোলনরত জেলা মোটর চালক সংস্থা ও মালিক সংস্থার কর্মকর্তারা। তাঁরা হুঙ্কার দিয়ে বলেন, যতদিন পর্যন্ত করিমগঞ্জ ডিটিও কার্যালয়ে স্থায়ী এমভিআই নিযুক্তি দেওয়া হবে না, ততদিন এই আন্দোলন চলতে থাকবে। আন্দোলনকারীরা বলেন, গোলাঘাটের এমভিআই বিআই মজুমদার এই জেলায় এসেছেন, আন্দোলনকারীরা তাঁকে উপযুক্ত সম্মান জানিয়ে কার্যালয়ে প্রবেশ করতে দিয়েছেন, একই সাথে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে আপনি বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিন এভাবে কাজ চালনো সম্ভব নয়। করিমগঞ্জের জন্য একজন স্থায়ী এমভিআই দিতে হবে, অন্যথায় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

শাহিনবাগে গুলি চালানো কাণ্ডে মূল অভিযুক্তের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শাহিনবাগে গুলি চালানোর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত কপিল গুজ্জরের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল। দিল্লির সাকেত আদালতের নির্দেশে তাকে আরও দুইদিন পুলিশের হেফাজতে থাকতে হবে। মঙ্গলবার কপিলকে আদালতে পেশ করে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তাকে আরও দুই পুলিশের হেফাজতে থাকতে হবে। এর আগে আদালত তাদের ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এদিন তা আরও দুই সম্প্রসারণ হল। অন্যদিকে কপিলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে তদন্তকারী দলের আধিকারিকেরা। মোবাইল ফোনে আপ নেতাদের সঙ্গে তার ছবি পাওয়া গিয়েছে।

১ ফেব্রুয়ারি শাহিনবাগে সিএএ-বিরোধী আন্দোলন চলার সময়। বিক্ষোভকারিদের কটাক্ষ করে গুলি চালায় কপিল। পরে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। দিল্লির দল্লুপুরা গ্রামের বাসিন্দা কপিল তদন্তকারী আধিকারিকদের জানিয়েছে যে সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে বন্দুক পেয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি গুলি চালানোর সময় জয় শ্রী রাম বলে ধ্বনি দিয়েছিল সে।

ফের সম্ভাবনা বৃষ্টির, বাড়বে তাপমাত্রা

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): তাপমাত্রা বাড়লেও ফের শুরু হবে বৃষ্টিপাতউ এমনটাই জানাচ্ছে হাওয়া অফিসউ বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে শুরু হোতে পারে বৃষ্টিউপাশাপাশি তুষারপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে দার্জিলিঙেউ পশ্চিমী ঝঞ্জা ও পূবালী হওয়ার সংঘাতের জেরে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে রাজ্যে।

আলিপুর হাওয়া অফিসের অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, "বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবারও চলবে বৃষ্টি। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দার্জিলিঙ এবং সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে দার্জিলিং ও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বইবে শুষ্ক আবহাওয়া"। ছয়ের পাতায়

কর্মীদের অভিযোগ মিথ্যা দাবি প্যান্টালুনস কর্তৃপক্ষর

কলকাতা,৪ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):কিছুদিন আগে বাংলায় ক্রেতাদের আপ্যায়ন করায় ২২ কর্মীকে সাসপেন্ড করে প্যান্টালুনসউএরপর তারই প্রতিবাদ স্বরূপ ক্যামাকস্ট্রিট প্যান্টালুনসের ভিতরে ধরনায় সামিল হয় ১৫০ কর্মীউ পরবর্তীকালে সেই কর্মীকে কাজে ফেরানোর ঘোষণা করলেও এবার কর্মীদের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করছে প্যান্টালুনস কর্তৃপক্ষ।

কর্মীদের অভিযোগ ছিল, ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট কর্মীরা সকলে মিলে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলেন, সেইসঙ্গে ইংরেজি গান বন্ধ করে দেশাত্মবোধক গানের দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা উ পাশাপশি কর্মীদের জোর করে "নমস্কার"-এর বদলে "নমস্তে" বলতেও বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ তুলেছিলেন কর্মীরা উ কিন্তু প্যান্টালুনসের তরফ থেকে এবার দাবি করা হল, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যাউ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উ সংস্থার তরফে আরও বলা হয়েছে, ২০ বছর ধরে প্রায় ১২১৫ জন কর্মচারী নিয়ে কলকাতায় কাজ করে চলেছে উ কখনও এই ধরণের অভিযোগ ওঠেনি, এবারও সংস্থাকে বদনাম করতেই ভিত্তিহীন নানা অভিযোগ তোলা হয়েছেউ কর্তৃপক্ষর দাবি কোম্পানির বদনাম করাতে ষড়যন্ত্র করছে কর্মীরা।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ধুলোর উঁচু উঁচু স্তম্ভই কি উড়িয়ে দিয়েছে মঙ্গলের সবটুকু জল !

ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল মঙ্গলে। ধুলোর উদ্দাম ঝড়। সেই তুলকালাম ঝড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ‘লাল গ্রহ’। উথালপাতাল করে দেওয়া ধুলোর ঝড় গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল নাসার পাঠানো রোভার ‘অপরচুনিটি’র। তার সবক’টি যন্ত্রকে বিগড়ে দিয়ে চির দিনের মতোই ‘অপরচুনিটি’-কে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। গত বছর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কয়েকশো কোটি বছর আগে ধুলোর এমন ভয়ঙ্কর ঝড়ের জন্যই লাল গ্রহের সবটুকু জল উবে গিয়েছিল মহাকাশে।গত এক দশক বা তারও কিছু বেশি সময়ে ধুলোর এতটা উদ্দাম ঝড়ে আর তোলপাড় হয়নি লাল গ্রহ। এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় মঙ্গলে হয়েছিল ১১ বছর আগে। ২০০৭-এ। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই কথা জানিয়েছে।তবে কেন এক দশকে এক বার করে এই ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় ওঠে লাল গ্রহে, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখনও ধোঁয়াশায়। কারণ, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের হদিশ মঙ্গলে বিশেষ মেলেনি বলে তাদের নিয়ে তেমন ভাবে গবেষণার সুযোগই পাননি বিজ্ঞানীরা।সেই সময় মঙ্গলের পিঠ থেকে উঠে আসা ধুলো তৈরি করেছিল ঘন জমাট বাঁধা বিশাল বিশাল মেঘ। মেঘগুলি মঙ্গলের পিঠের ধুলো নিয়ে উঠে গিয়েছিল এমনকী, ৮০ কিলোমিটারেরও বেশি। অত্যন্ত উঁচু স্তম্ভের মতো। মেঘগুলির মধ্যে ছিল প্রচুর জলীয় বাস্পের কণা। মেঘগুলি যত উপরে উঠেছে, সূর্যের আলো আর মহাজাগতিক রশ্মি-সহ নানা ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মেঘের ভিতরে থাকা জলীয় বাস্পের কণাগুলিকে তত বেশি করে ভেঙে দিয়েছে। উবে গিয়েছে জলের বিন্দুগুলি।নাসার গবেষকদের দাবি, কয়েকশো কোটি বছর আগে হয়তো এই ভাবেই মঙ্গলের বুক থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তার জলের ভাণ্ডার। মঙ্গলে ধুলোর ঝড় হয় আকছারই। তবে অত বড় ধরনের ধুলোর ঝড় হয় কালেভদ্রে। এক দশক বা তার কিছু বেশি সময়ে বড়জোর এক বার। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়টাই হয়েছিল গত বছর। ওই সময় নাসার বেশ কয়েকটি মহাকাশযান ছিল মঙ্গলের আশপাশে। তারা সেই ঝড়ের ছবি পাঠিয়েছিল। সেগুলির ভিত্তিতেই প্রকাশিত হয়েছে হালের দু’টি গবেষণাপত্র।গবেষণা জানিয়েছে, সেই ঘন জমাট বাঁধা ধুলোর মেঘের উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছিল মঙ্গলের পিঠের সেই জায়গায় যেখানে খুব ধুলো উড়ছে। আমাদের রোড আইল্যান্ড যতটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, লাল গ্রহের পিঠে সেইটুকু জায়গা থেকেই উঠে আসা ধুলোয় তৈরি হয়েছিল মেঘের সেই উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি। গত বছর গোটা মঙ্গল জুড়ে যখন চলছে ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড় তখন সেই মেঘের স্তম্ভগুলি লাল গ্রহের পিঠ থেকে উঠে গিয়েছিল কম করে ৫০ মাইল বা ৮০ কিলোমিটার। নেভাডা রয়েছে যতটা জায়গা জুড়ে সেই সময় মঙ্গলের ধুলোর মেঘগুলিও ছিল ঠিক ততটা জায়গায়। পরে যখন সেই ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি ভাঙতে শুরু করে, তখন তা মঙ্গলের পিঠ থেকে কিছুটা উপরে (৩৫ মাইল বা ৫৬ কিলোমিটার) ধুলোর একটা পুরু স্তর তৈরি করেছিল। গোটা আমেরিকা যতটা জায়গা জুড়ে মঙ্গলের উপর ধুলোর পুরু স্তর ছড়িয়ে পড়েছিল সেই ততটা এলাকা জুড়েই।মূল গবেষক ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস হিভেন্স বলেছেন, “মঙ্গলে প্রতি বছরই ধুলোর মেঘের স্তম্ভ তৈরি হয়। লাল গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে তা তৈরি হয়। কিন্তু এক থেকে দেড় দিনের মধ্যেই সেই স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়ে। কিন্তু গত বছর ঘটেছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। ধুলোর মেঘের স্তম্ভগুলি কিছুতেই ভাঙতে চাইছিল না। উঁচু উঁচু স্তম্ভগুলি টিঁকে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন সপ্তাহ। আর সেগুলি শুধুই কোনও একটি এলাকায় নয়, গোটা মঙ্গল গ্রহটাকেই ঢেকে দিয়েছিল।”বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমন ভয়ঙ্কর ধুলোর ঝড়ের জন্যই কয়েকশো কোটি বছর আগে মঙ্গলের জলের ভাঁড়ার উবে গিয়েছিল মহাকাশে।

সমস্যা কোথায় ?

সারাক্ষণ ফোনে কথা বললে ক্যানসার হয়? ফোনে সিনেমা দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়? এমন অনেক প্রশ্ন উঠছে বটে! তবে তা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। এখনও তা প্রমাণিত হয়নি। তবে মোবাইল ফোনের মাইক্রোওয়েভ দিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায় ‘ফ্রে এফেক্ট’ দিয়ে। ধরুন, অনেকক্ষণ ধরে একটা ভনভন বা বিনবিনে যান্ত্রিক আওয়াজ যদি শোনেন, দেখবেন মাথা ধরে যাবে। ফোনের মাধ্যমে যে আওয়াজটা আপনার কানে এসে পৌঁছচ্ছে, একটু দূর থেকে ফোন ধরলে দেখবেন, শব্দটি তেমনই শোনাবে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালান ফ্রে লক্ষ করেন, দূর থেকে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। মোবাইলে আমরা যা শুনি, তা শব্দ। সেটি মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। পরীক্ষায় ফ্রে দেখলেন, ফোকাস করার ফলে মাইক্রোওয়েভ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব অংশে। মস্তিষ্ক তখন তা শনাক্ত করছে শব্দ হিসেবে। সুতরাং এর থেকে মস্তিষ্কের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে শ্রবণেন্দ্রিয়েরও।মেডিসিনের চিকিৎসক সুবীর মণ্ডল বলছেন, “মোবাইল থেকে যে রেডিয়েশন হয়, তা কিছুটা হলেও শরীরের ক্ষতি করছে। অনেকক্ষণ ফোনে কথা বলার পরে দেখবেন, ফোন ও কান দুই-ই গরম হয়ে ওঠে। সাধারণত শরীর থেকে কিছুটা দূরে মোবাইল রাখলেই ভাল। রাস্তায় যাতায়াতের সময়ে হাতে না নিয়ে একটা ব্যাগে মোবাইল নিন। চার্জ দেওয়ার সময়েও মোবাইলে কথা বলা ঠিক নয়। কারণ সে সময়ে মোবাইলের চার পাশে একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। তাই চার্জ অফ করে কথা বলুন। এখন অনেকের কাজই মোবাইল-কেন্দ্রিক। সে ক্ষেত্রে ফোনের পরিবর্তে ব্লু-টুথে কথা বলা যায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালান ফ্রে লক্ষ করেন, দূর থেকে মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানা যায়। মোবাইলে আমরা যা শুনি, তা শব্দ। সেটি মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছয়। পরীক্ষায় ফ্রে দেখলেন, ফোকাস করার ফলে মাইক্রোওয়েভ সরাসরি পৌঁছে যাচ্ছে মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব অংশে। অনেক বাইক আরোহী যাতায়াতের সময়ে হেলমেটের মধ্যে মোবাইল ঢুকিয়ে কথা বলতে বলতে যান। তাঁরা কিন্তু অনায়াসেই ব্লু-টুথ ব্যবহার করতে পারেন, নিদেনপক্ষে হেডফোন।”নার্ভের সমস্যা: অনেকে বাঁ হাতে, অনেকে আবার ডান হাত দিয়েই মোবাইল ঘাঁটতে অভ্যস্ত। সারাক্ষণ মোবাইল স্ক্রল করতে গিয়ে হাতের কয়েকটি বিশেষ আঙুলের উপরে চাপ পড়ে। আবার ফোন ধরার জন্য কনুই ভাঁজ করে রাখায় ‘সেল ফোন এলবো’র শিকারও হতে পারেন। এতে হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অসাড় হয়ে যায়। ফোরআর্মেও ব্যথা হতে পারে। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়তে থাকে।

চোখের সমস্যা: ঠায় মোবাইলে বুঁদ হয়ে থাকায় চোখের সমস্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সোশ্যাল নেটওয়র্কিং সাইটে আড্ডা মারা থেকে শুরু করে, মোবাইলে টানা সিনেমা দেখা... রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটানা স্ক্রিন দেখার ফলে ড্রাই আইজের সমস্যা বাড়ছে। চোখে পাওয়ার বাড়ার সমস্যাও বিরল নয়। চোখের ডাক্তার সুমিত চৌধুরীর কথায়, “অনেক মা-বাবাই সন্তানদের নিয়ে আসেন চোখের সমস্যা হওয়ায়। ছোট ছোট বাচ্চারা একটানা ফোন দেখে। ফলে চোখে চাপ পড়ে। সে ক্ষেত্রে আমরা কিছু লুব্রিকেটিং ড্রপ দিয়ে থাকি। বিশেষত যাদের মাইনাস পাওয়ার, তাদের সেই পাওয়ার দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্ক্রিন টাইম কমালে এই পাওয়ার বাড়ার হার অনেক কমেছে। রাতে অন্ধকার ঘরে ফোন দেখার ফলেও কিন্তু চোখে চাপ পড়ে।”

অনিদ্রা: ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চোখের সামনে ফোন ধরে থাকলে ঘুমের বারোটা বাজবে। এতে মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে যায়। ফলে নিদ্রাহীনতার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

এ তো গেল অসুখ-বিসুখের কথা। চরিত্রগঠনেও মোবাইলের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ছোট থেকেই বাচ্চার হাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফোন তুলে দিলে একে তো সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তার উপরে তার চরিত্র গঠনেও বাধা সৃষ্টি হবে। সকলের সঙ্গে মিশতে শিখবে না। মা-বাবার কথা না শুনে বায়না করতে পারে। ছোট থেকেই মোবাইল দেখতে থাকলে বয়ঃসন্ধিতে সে অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও চলে যেতে পারে। মোবাইলের জগতে অনেক কিছুরই ফাঁদ পাতা। আপনি যেই মুহূর্তে ফোনের ডেটা অন করে সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কিন্তু বাচ্চার উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। আপনি একটা কার্টুন খুলে সন্তানের হাতে ধরিয়ে দিলেও সে স্ক্রল করে অন্য দিকে চলে যেতে পারে। সুতরাং সন্তানের কম বয়স থেকেই মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে।

শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত দু’বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, ‘শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা!”পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে।স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, “২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?” আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায় সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই ‘বিশেষ হোমে’। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা!অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু’বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েওছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, “বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোপরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের ‘বড়’ হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।”

জন্মের আগেই মায়ের কষ্ট বুঝতে পারে শিশু !

শিশু জন্মের পরে অনেক কিছু করে থাকে। জন্মের পর শিশু যা করে তা সবই আমাদের কাছে নতুন মনে হয়। জেনে রাখা ভালো, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অনেক কিছু করে যা আমাদের কাছে নতুন মনে হলেও নতুন নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের গঠন উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিছু কিছু ইচ্ছাধীন কাজও আপনার শিশু করে ফেলে জন্মের আগেই। আসুন জেনে নেই শিশু জন্মের আগেই যেসব কাজ করে।রাগ, দুঃখ, কষ্টকেমন আছে মা? রাগ, দুঃখ ও কষ্ট বুঝতে পারে শিশু। মায়ের গর্ভে ৮ মাস পরই গর্ভস্থ শিশুর মুখে ফুটে উঠতে থাকে নানা আবেগের ভঙ্গি। মূলত, মায়ের ভালো থাকা খারাপ থাকার ওপর তা অনেকটাই নির্ভরকরে। মা খুশি হলে শিশুও খুশি! ৩৩ সপ্তাহ কাটলে তা হাসি মুখেণ ছবিও ধরা পড়ে আলট্রাসাউন্ডে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে কিংবা বাড়িতে কোনো কারণে মানসিক চাপে আছেন? আপনার শিশু কিন্তু ঠিক টের পেয়ে যায়। গর্ভবতী মাকে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন চাপমুক্ত থাকতে। কান্নার মৃদু তরঙ্গ গর্ভে থাকাকালীন কোনো কারণে রেগে গেলে বা কষ্ট পেলে কেঁদে ওঠে সে। তবে তখনও শব্দ করতে পারে না বলে , সেকান্নার প্রকাশ হয় নিঃশব্দে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, তিন মাস পর থেকেই আলট্রাসাউন্ডের মাইক্রোফোনে অনেক সময়ই তদ্ধার কান্নার মৃদু তরঙ্গ ধরা পড়ে।

মস্কিষ্কের কাজ গর্ভস্থ অবস্থায় সুর করে বা জোরে কোনো ছড়া গল্প বললে কিংবা গান গাইলে তা শুনতে তো পায়ই শিশু, শুধু তাই নয়, তার মস্তিষ্কের কাজওচলে পুরোদমে। হ্যাঁ, গর্ভে থাকাকালীনই সে মনে রাখতে শিখে যায় বারবার শোনা কোনো গান বা ছড়ার লাইন।

আঙুল চোষা

আট মাস গর্ভভারনের পর আলট্রাসাউন্ডে প্রায়ই ধরা পড়ে শিশু মুখের মধ্যে আঙুল পুরে নিশ্চিন্তে রয়েছে। আঙুল চোষার এই পাঠ সে শিখে ফেলে গর্ভে থাকাকালীনই। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হাতের আঙুল নিয়ে যে কী করবে তা সে মাঝে মাঝেই বুঝে উঠতে পারে না, তাই সটান চালান করে দেয় মুখে!

শিশুকে কত বছর মায়ের দুধ খাওয়াবেন?

জন্মের পরে প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো খুবই জরুরি। প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধ ছাড়া শিশুকে অন্যকিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এ সময়ে মায়ের দুধ শিশুর সব চাহিদা পূরণ করে।শিশুর ঠিক বিকাশ এবং মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সন্তানের শক্ত খাবারের অভ্যাস তৈরি করা এবং দুই বছর বয়সের পরে বুকের দুধ পানের পরিবর্তে সাধারণ খাবারে অভ্যস্ত করেতোলাও জরুরি। সেটা কিন্তু অধিকাংশ মা ই জানেন না। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, বুকের দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মায়েদের বলা হয়। কিন্তু সেটার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।

শিশুর বিকাশে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের গুরুত্ব রয়েছে। তার পরে বিভিন্ন খাবারের থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করা শিখতে হবে। অনেকেই মনে করেন, মাতৃদুগ্ধ পর্যন্ত খেলেই পেট ভরে যাবে। কিন্তু বছর দুয়ে পরে ঠিকমতো সব রকমের খাবার না খেলে নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি দাঁতে সংক্রমণও হতে পারে।শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল লিমিটেডের গাইনি কনসালটেন্ট বেদৌরা শারমিন যুগান্তরকে বলেন, শিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। এছাড়া ৬ মাসের পর থেকে ধীরে ধীরে শিশুকে পুষ্টিসম্মত বাড়তি খাবার দিতে হবে। শিশুকে কত বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ উপহার। তবে শিশুকে দেড় থেকে ২ বছরের বেশি বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এই গাইনি কনসালটেন্ট জানান, অনেকে শিশু ৫ বছর পর্যন্ত বুকের দুধপানে অভ্যস্ত থাকে। সেটা ঠিক নয়। শিশুর জন্মের পরে অনেক সময় মায়েদের হরমোনঘটিত সমস্যা হতে থাকে। আবার অনেকে গর্ভনিরোধক ওষুধও ব্যবহার করেন। যেগুলো তার হরমোনঘটিত পরিবর্তন ঘটায়। সেই ওষুধ ব্যবহারের সময় সন্তানকে স্তন্যপান করালে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শিশুর দেহে দেখা দিতে পারে। তার কথায়, মা কোনও ধরনের ওষুধ খেলে কিংবা সংক্রমণে আক্রান্ত হলে স্তন্যপানের মাধ্যমে শিশুর দেহে তা যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই দু’বছরের পরে বুকের দুধ পান করানো ঠিক নয়। বছর দুয়েকের পরেও শিশু ভাত, ডালের মতো শক্ত খাবারের পরিবর্তে স্তন্যদুগ্ধেই অভ্যস্ত হলে রক্তসল্পতার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব।

ভাইরাল শ্বেতা তিওয়ারির ভিডিও

দেশি বহুর অবতার থেকে একেবারে নতুন রূপে হাজির হলেন শ্বেতা তিওয়ারি। যেখানে অক্ষয় ওবেরয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে স্ক্রিন শেয়ার থেকে শুরু করে লিপলক, শ্বেতা তিওয়ারি যেন ঝলসে উঠলেন পর্দায়।শনিবার মুক্তি পায় হাম তুম অউর দেম-এর ট্রেলার। যেখানে শ্বেতা তিওয়ারির সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখা যাচ্ছে অক্ষয় ওবেরয়কে। যেখানে দুই প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের বিয়ে ভাঙার পর তাঁদের ভালবাসার নতুন মানুষের সঙ্গে সন্তানদের জীবনের টানাপোড়েন কে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।হাম তুম অউর দেম-এর মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রথম পা রাখলেন টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় মুখ। ট্রেলারে যেভাবে অক্ষয় ওবেরয়ের সঙ্গে শ্বেতা তিওয়ারির সম্পর্কের রসায়ন তুলে ধরা হয়েছে, তা দর্শকদের বেশ ভাল লাগবে বলেই মনে করছেন অনেকে।সম্প্রতি দ্বিতীয় স্বামী অভিনব কোহলির বাড়ি থেকে ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে পৃথকভাবে থাকতে শুরু করেছেন শ্বেতা তিওয়ারি। মায়ের গরহাজিরায় অভিনব তাঁর মেয়ে পলককে নানাভাবে হেনস্থা করছেন, অশ্লীল কথা বলতেন বলে অভিযোগ করেন শ্বেতা। শুধু তাই নয়, অভিনব তাঁর গায়ে হাত তোলেন বলেও দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ করে পুলিসের দ্বারস্থ হন এই অভিনেত্রী। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর শুরু হয় জোর শোরগোল।শ্বেতা এবং অভিনবের সাংসারিক অশান্তি এবং বাদানুবাদে আরও কয়েক মাত্রা বেশি যোগ করে অভিনেত্রীর প্রাক্তন স্বামী রাজা চৌধুরির বয়ান। তিনি দাবি করেন, শ্বেতার গরহাজিরায় অভিনব তাঁর মেয়ের সঙ্গে অসালীন আচরণ করতেন। তিনি মেয়ের কাছ থেকে একাধিকবার সেকথা জানতে পেরেও কিছু করতে পারেননি। তবে অভিনব যদি আর কখনও তাঁর মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেন, তাহলে তিনি তাঁকে ছেড়ে দেবেন না বলেও হুমকি দেন রাজা চৌধুরি।

পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত মহাকাশ কেন্দ্র

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন অকেজো হয়ে পড়া চীনা মহাকাশ স্টেশনের ধ্বংসাবশেষ সোমবারের মধ্যেই ভূপৃষ্ঠে এসে আছড়ে পড়বে। তবে কোথায় পড়বে তা এখনও কেউ ধারণা করতে পারছেন না।

টিয়াংগং ১ নামে এই মহাকাশ গবেষণা স্টেশনটি চীনের উচ্চাভিলাষী মহাকাশ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। চীনের লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সাল নাগাদ তারা মানুষের বসবাসের উপযোগী একটি মহাকাশ কেন্দ্র মহাশূন্যে পাঠাতে চায়। টিয়াংগং ১ ছিল তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২০১১ সালে মহাকাশ কেন্দ্রটি কক্ষপথে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। প্রায় সাত বছর পর এটি এখন ধ্বংস হয়ে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। চীনা ও ইউরোপীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সোমবা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে। বায়ুমন্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটিতে আগুন ধরে যাবে। তারপরও কিছু ধ্বংসাবশেষ মাটিতে এসে পড়বে।

চীনের মহাকাশ প্রকৌশল দফতর তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্ভয় দিয়েছে, কোনো সায়েন্সফিকশন সিনেমার মতো ঘটনা ঘটবে না। বরঞ্চ দেখারমতো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, আকাশে উল্কাবৃষ্টির মতো দৃশ্য চোখে পড়তে পারে।

কোথায় এসে পড়বে এই মহাকাশ স্টেশন?

২০১৬ সালে চীন জানায়, টিয়াংগংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা সেটিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ফলে কোথায় গিয়ে সেটি পড়বে, তা বলা যাচ্ছে না। ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানাচ্ছে, এটি নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় গিয়ে পড়বে।

কীভাবে এটি বিধ্বস্ত হবে?

এস্ট্রেলিয়ার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ড. এলিয়াস আবোটানিয়োস বলেছেন, বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পর এটির পতনের গতি ক্রমে বাড়তে থাকবে।একপর্যায়ে এর গতি ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটারে পৌঁছাতে পারে। তিনি বলেন, ভূপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর পর এটি গরম হতে থাকবে। ফলেএটি পুড়তে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ার আগে এর কত অংশ টিকে থাকে বলা কঠিন। কারণ এর গঠন নিয়ে চীন কখনও কিছু খুলে বলেনি। ভয়ের কি কোনো কারণ রয়েছে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন না। যদিও এই মহাকাশ স্টেশনটির ওজন ৮.৫ টন , কিনতু বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এটি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তবে যন্ত্রগুলো যেমন, তেলের ট্যাংক বা রকেট ইঞ্জিন হয়তো পুরোপুরি ভস্মীভূত নাও হতে পারে। যদি না হয়, তা হলেও এগুলো কোনো মানুষের ওপর এসে পড়বে সেই সম্ভাবনা খুবই কম।

আবোটানিয়োস বলছেন -এসব ক্ষেত্রে ধ্বংসাবশেষের সিংহভাগই গিয়ে পড়ে সাগরে।

টিয়াংগং১ কেমন মহাকাশ স্টেশন?

যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার তুলনায় মহাকাশে চীনেরযাত্রা অল্প দিন আগের ঘটনা। ২০০১ সালে প্রথম চীন মহাকাশ যন্ত্র পাঠায়। তার পর ২০০৩ সালে প্রথমবার চীনা কোনো নভোচারী মহাকাশে যায়। এরপর ২০১১ সালে এসে চীন প্রথম মহাকাশ স্টেশন পাঠায়, যার নাম টিয়াংগং১ বা স্বর্গের প্রাসাদ। এই কেন্দ্রে মানুষ যেতে পারত, তবে অল্প ক’দিনের জন্য। ২০১২ সালে একজন নারী নভোচারী টিয়াংগংয়ে গিয়েছিলেন। দুবছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালের মার্চের পর এটি আর কাজ করছিল না।

তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরের মাইক্রোচিপ উদ্ভাবন

তরঙ্গের মাধ্যমেই আমাদের পরিচিত আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়। আর তরঙ্গ শক্তি স্থানান্তরিত করে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক এমন একটি মাইক্রোচিপ তৈরি করেছেন যা আলোর তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তর করতে সক্ষম। মাইক্রোচিপটি আলো হিসেবে সঞ্চিত তথ্য ধীরে ধীরে এবং আরও কার্যকরীভাবে দ্রুত প্রসেস করতে সক্ষম। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি তাদের গবেষণা জার্নালটি ‘নেচার কমিউনিকেশনে’ প্রকাশ করেছেন। এই দলে আছেন মরিসত মারক্লিন ও ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার।দূর থেকে কোনো তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আলো তরঙ্গ বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এর একটি দুর্বল দিক হল শব্দ তরঙ্গের তুলনায় এর গতি কম। ফলে এটি কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের জন্য সংরক্ষিত তথ্য প্রসেস করাকে কঠিন করে তোলে। এ কারণে শব্দ তরঙ্গ অথবা আলো থেকে পরিণত শব্দ তরঙ্গে তথ্য চলাচলের কাজ দ্রুত হয়।গবেষকদের মাইক্রোচিপটি আলো তরঙ্গ থেকে তথ্য পাঠাতে যে সময় প্রয়োজন হয় সে সময়ের চেয়ে কম সময়ে শব্দ তরঙ্গতে রূপান্তরিত করে। যা আলো তরঙ্গ থেকে বহু গুণ দ্রুত কাজ করে। গবেষকদের মতে, বর্তমান সময়ের ল্যাপটপগুলোর চেয়ে আলোর তরঙ্গ ভিত্তিক বা ফোটোনিক কম্পিউটারগুলো ২০ গুণ বেশি দ্রুত গতিতে চলতে পারবে। ডক্টর ব্রিজিট স্টিলার বলেন, শব্দ তরঙ্গ রূপান্তরের মাইক্রোচিপটি আলোর তুলনায় ৫ গুণ দ্রুত কাজ করে। এ ছাড়া এটি আলো তরঙ্গের মতো অধিক তাপ উৎপাদন করে না।সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তিও দ্রুত উন্নত হচ্ছে। তবে ডিভাইসগুলো তাপ নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করলে তাপবিষয়ক সমস্যা থেকে অনেকটা সমাধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা

আসছে ”গোলমাল ফাইভ”, দর্শকদের পেটে খিল ধরাতে তৈরি রোহিত-অজয় জুটি

দ্য ওয়াল ব্যুরো: বলিউড পরিচালকদের মধ্যে বক্স অফিসে সাফল্যের দিক থেকে একেবারে সামনের সারিতে রয়েছেন রোহিত শেট্টি। নয় নয় করে বেশ অনেক ছবিই পরিচালনা করেছেন রোহিত। এমনকি দীর্ঘদিন পর তাঁর ছবিতেই ফের একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন বিটাউনের মোস্ট রোম্যান্টিক জুটি শাহরুখ খান এবং কাজল। তবে বলিউড রোহিতকে চিনেছে তাঁর ”গোলমাল” সিরিজের জন্য। অমল পালেকর আর উতপল দত্তর গোলমাল যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন ”গোলমাল” শব্দটার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে দমফাটা হাসির মুহূর্ত। তাই সেই ছবির নামে নতুন সিনেমা হওয়ায় ২০০৬ সালে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অনেকেই। তবে রোহিতের ”গোলমাল” সিরিজের প্রথম ছবি ”গোলমাল-ফান আনলিমিডেট” দেখার পর মুখে হাসি ফুটেছিল প্রায় সকলেরই। শুধু তাই নয়, সিনেমার সিক্যুয়েল যত এগিয়েছে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরেছে দর্শকদের। অজয় দেবগণ, শরমন যোশী, আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়স তালপাড়ে ছাড়াও ”গোলমাল” সিরিজে বারবার নজর কেড়েছেন তুষার কাপুর। এবার আসতে চলেছে ”গোলমাল ফাইভ”। পরিচালক রোহিত শেট্টি জানিয়েছেন নতুন সিক্যুয়েলেও থাকছেন অজয় দেবগণ। তবে আপাতত প্রযোজনার কাজে ভীষণ ভাবে ব্যস্ত রোহিত। সেইসব সেরে নিয়ে তবেই ”গোলমাল ফাইভ”-এর কাজে হাত দেবেন তিনি। পরিচালনার পাশাপাশি রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্টের সঙ্গে যৌথভাবে ছবির প্রযোজনাও করবে রোহিত শেট্টির প্রোডাকশন হাউস ”রোহিত শেট্টি পিকচার্স”।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে এই মারণব্যাধির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের আবেদন করলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ক্যান্সার হলে স্বজনরা পাশে দাঁড়ান ঊ সবাই মিলে একসঙ্গে লড়াই করুন মারণব্যাধির বিরুদ্ধেঊ এটা আমাদের সবার দায়িত্বঊ 'জয়েন হ্যান্ডস', 'গেট টুগেদার'-সোমবার বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে এই ভাষাতেই আর্জি জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

তিনি এ দিন বলেন, চিত্রতারকা থেকে ক্রিকেটার-তারকা, এমনকি সাধারণ অনেক মানুষ মনের জোরে এই রোগকে প্রতিহত করেছেন ঊ ভয় দূর করতে হবে ঊ এই বলে তিনি সাপ আর ব্যাঙয়ের একটি গল্প শোনান ঊ তিনি বলেন, সাপ ব্যাঙকে বলছে, তোমাকে আমি কামরাবো ঊ ব্যাঙ বলল, তোমার কোনও কোন ক্ষমতা নেই, খালি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছঊ তুমি কামড়াও, আমি আবার ফিরে আসব ঊ সাপ কামড়ানোর পর আবার ফিরে এল ব্যাঙ ঊ কিন্তু এরপর ব্যাঙয়ের থাবায় সাপ আর বাঁচল না ঊ আসলে বাঁচতে গেলে ভয়ের ঊর্ধে উঠতে হবে।

রাজ্যপালের এই গল্পের নেপথ্যে বর্তমানে রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ নিয়ে রাজ্যপালের হুশিয়ারীর ইঙ্গিত পাচ্ছেন কেউ কেউ ঊ এই বিরোধের প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল বরাবর বলছেন, আমার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কিন্তু সমস্যায় পড়বে রাজ্য ঊ আমি সেটা চাইনা ঊ আলোচনা করে সমস্যা মেটাও।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল রোটারি ক্লাব অফ আদি ভবানীপুর (ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১), ইন্ডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটি (আইসিএস) এবং অঙ্কলজিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গল (ওএসবি) ঊ আলোচনায় অংশ নেন রোটারি ক্লাবের শাখা সভাপতি চঞ্চল গোস্বামী, অজয় আগরওয়াল, ওএসবি-র সম্পাদক প্রবীর বিজয় কর, আইসিএস-এর সম্পাদক অরুনাভ সেনগুপ্ত, সহকারী সম্পাদক দীপক বসু ঊ স্বাগত ভাষণ দেন আইসিএস-এর ভাইস চেয়ারম্যান আরআর আগরওয়াল ঊ প্রত্যেকেই রাজ্যপালের আবেদন অনুযায়ী 'মানুষ মানুষের জন্য'- এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার কথা বলেন ঊ ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জীবনশৈলীর পরিবর্তনের অশুভ দিক, সুষম খাদ্যাভ্যাস, গোড়াতেই নির্ণয় প্রভৃতির অপর গুরুত্ব দেন ।

রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ রাজ্য বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের বেহাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দ্বারস্থ হল রাজ্য বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ও।

এদিনের রাজ্য বিজেপির প্রতিনিধি দল ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সুরীন্দ্রজিত সিং আলুওয়ালিয়া, অর্জুন সিং, নিশীথ প্রামাণিক সহ অন্যান্যরা। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের বেহাল, অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিজেপিকর্মী খুন, মহিলাদের উপর বেড়ে চলা নির্যাতন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি। পরে রাষ্ট্রপতির হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়।

এর আগে লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতি তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বিজেপিকে রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে দিচ্ছে না তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকার। এমনকি জেলাশাসকেরা বিজেপি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখাও করছে না।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে মৃতার নাম মৌমিতা কুন্ডু(১৭) এবারের মধ্যমিক পরীক্ষার্থী

যুবকের নাম অমর সিট(২৪) পুর্ব মেদনীপুরের বাসিন্দা। ঘটনয় জানা গেছে, ওই কিশোরীর বাবা পেশায় কাঠমিস্ত্রী। মা পরিচারিকার কাজ করেন। এদিন দুপুর নাগাদ কাজের সুত্রে বাবা-মা দুজনে বাড়ীর বাইরে ছিলেন। ওই কিশোরী বাড়ীতে একা ছিল। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, দুপুর নাগাদ আচমকা মেয়েটির আর্তনাদ শোনা যায়। প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখে বাড়ীর দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। বেগতিক বুঝে বাসিন্দারা বাড়ীর টালি তোলে দেখে ভেতর মেঝেতে রক্তাত্ব অবস্থায় দুজনে পড়ে রয়েছে। প্রতিবেশীরাই খবর দেয় স্থানীয় নিউটাউনশিপ থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। মেয়েটির গলার নলি কাটা। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। ছেলেটির শরীরে কোপানোর ক্ষত। পরিবারের দাবী, ওই কিশোরীর নলি কেটে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে যুবকটি। ঘটনায় রহস্যের দানা বেঁধেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, মেয়েটি সুশ্রী, শান্ত ও নম্র স্বভাবের। স্থানীয় একটি স্কুলে পড়ত। এবারে মাধ্যমিক দেবে। কিশোরীর মা মমতা কুন্ডু জানান,' ফোন থেকে ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের আলাপ হয়। বিয়ের প্রস্তাবও দেয়। কিন্তু ছেলেটি কোন কাজকর্ম না করায় ও আচরন ভাল না থাকায় আপত্তি জানায়। মেয়ের পরীক্ষার পড়াশোনায় ব্যাঘাত না হওয়ার জন্য যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল। ছেলেটিকে কাজকর্ম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। তারপর মেয়েকে তুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করব বলেছিলাম। তবুও শোনেনি। ছেলেটি প্রায়ই মেয়েকে বিরক্ত করত। মাস ছয়েক আগে ছেলেটির মা ও তার পরিবারের লোকজনকে ডেকেছিলাম। তাদের স্বভাব আচরন মোটেই পছন্দ ছিল না। সেটা জানিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেটি শোনেনি। মেয়েকে বিরক্ত করত। বিরক্ত যাতে না করে, তাই মেয়ের কাছে কোন ফোন দিইনি। তারমধ্যই এদিনের ঘটনা।' ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান,' গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারাল অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা : তৃতীয় স্থান অধিকার করে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে অসমের দ.শালমারা-মানকাচর

গুয়াহাটি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারত সরকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অসমের দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা সর্বভারতীয় স্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এক কোটির বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজ্যগুলোর মধ্যে এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হয়েছিল। এতে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর জেলা প্রথম এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনল জেলা দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে।

মঙ্গলবার সরকারিভাবে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় এখন পর্যন্ত ৩২,২৪০ জন সুবিধাভোগী এই প্রকল্প বলে উপকৃত হয়েছেন। সুবিধাভোগীরা ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা সরাসরি লাভ করেছেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অসমের একটি জেলা সাফল্য প্রদর্শন করায় কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা ও শিশু বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্মৃতিজুবিন ইরানি বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন।

গতকাল ৩ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য ও জেলাকে তাদের পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার বিতরণ করে ভাষণ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইরানি। তিনি অসমের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আমি ২০১৮ সালে যখন অসম সফর করেছিলাম, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উপস্থিতিতে মাতৃ বন্দনা যোজনা রূপায়ণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা করেছিলাম। তখন অসমের সফলতার হার ছিল মাত্র ২৪ শতাংশ। আমাক আশ্বাস দিয়ে সরকারি অফিসাররা বলেছিলেন, এই হার আরও বাড়ানো হবে। সেদিন ভেবিছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে এ ধরনের আশ্বাস দিচ্ছেন অফিসাররা। কিন্তু আধিকারিক ও কর্মচারীরা সর্বান্তকরণে প্রকল্পটি রূপায়ণ করেছেন। অসমে আজ এই হার ২৪ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৫ শতাংশ।

অসমের আধিকারিক ও কর্মচারীদের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী ইরানি সংশ্লিষ্ট সকলকে সুরক্ষিত জননী বিকশিত জননী ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, অসমে এখন পর্যন্ত ৪ কোটি ২২ লক্ষ সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। অসম সরকারের সমাজকল্যাণ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, সচিব হেমেন দাস, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরের জেলাশাসক আতিকা সুলতানা, জেলার সমাজকল্যাণ আধিকারিক কিশোরী বরুয়া এবং সমাজকল্যাণ দফতরের যুগ্মঅধিকর্তা নিভা দাস এই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

এনআরসি-র বিরুদ্ধে মহিলাদের সমর্থন জানাতে এবার পথে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

কলকাতা,৪ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): এনআরসি, সিএএ নিয়ে উত্তাল শহরের বিভিন্ন জায়গা ঊ এনআরসি, সিএএ-র প্রতিবাদে বহু দিন ধরে দেশের বহু জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বহু মহিলা ঊ এবার অবস্থানরত প্রতিবাদী মহিলাদের লড়াইয়ের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করতে আজ মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফে কলেজে স্ট্রিট মোড়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করে ঊ পার্ক সার্কাস থেকে শাহিন বাগ, হাওড়া থেকে রানি রাসমনি রোড বহু জায়গায় এনআরসি,সিএএ-র প্রতিবাদে খোলা ছাদের তলায় বসে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বহু মহিলা ঊ সেইসব অবস্থানরত প্রতিবাদী মহিলাদের লড়াইয়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ঊ অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফে জানায় তারা এনআরসি, সিএএ-র তীব্র বিরোধিতা করছে ঊ অবস্থানরত প্রতিবাদী মহিলাদের লড়াইকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি এবং আমরা তাদের পাশে আছি।

টালা ব্রিজ বন্ধের জেরে অতিরিক্ত মেট্রো

কলকাতা,৪ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):পুরোপুরি বন্ধ টালা ব্রিজ ঊ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে সেতু ভাঙার কাজ ঊ টালাব্রিজ পুরোপুরি বন্ধ থাকায় তীব্র যানজটে শহরবাসী ঊ নিত্যযাত্রীদের জন্য সুখবর নিয়ে এলো মেট্রো ঊ এবার নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ

শুক্রবার রাত থেকে পুরোপুরি বন্ধ টালা ব্রিজ ঊ বন্ধ যান চলাচলঊ যান চলাচল করছে ঘুরপথে ঊ টালা ব্রিজ পুরোপুরি বন্ধ হতেই শুরু হয়েছে তীব্র যানজট ঊ বহু মানুষ টালা ব্রিজ ব্যবহার করতেন যাতায়াতের সুবিধার্থে ঊ তাই,এবার নিত্যযাত্রীদের সুরাহার কথা ভেবে এবার অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ঊ মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত অতিরিক্ত ৫ জোড়া মেট্রো চালানো হবে।টালা ব্রিজ বন্ধ হওয়ায় যানজটে শহর ঊ যানজট এড়াতে ১২৫ জন অতিরিক্ত ট্রাফিক সার্জেন্ট এবং প্রায় ১০০০ অতিরিক্ত ট্রাফিক কন্সটেবলের পাশপাশি রাস্তায় নেমে ট্রাফিক সামলাচ্ছেন বাস মিনিবাস মালিক সংগঠন এর সদস্যরাও ঊ কোন রুটে কোন পয়েন্টে দাঁড়ালে কোন বাস পাওয়া যাবে, তাও জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা ঊ রুট ম্যাপ প্রিন্ট আউট পথ চলতি মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে পুলিশ ।

আগে মতুয়াদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখত না, বনগাঁর জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বনগাঁ, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "আগে মতুয়াদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখত না। আমি মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করেছি।" মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় সিএএ-বিরোধী জনসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিনের জনসভা থেকে মতুয়াদের পাশাপাশি লোকনাথ বাবা, অনুকুলচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী প্রণবানন্দ ভক্তদের প্রতি বার্তা তিনি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করে করে তিনি বলেন, সকলকে সমান চোখেই দেখেন তিনি।

নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়োগায় সভা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই সব সভার থেকে অনেকটাই অন্য সুর ছিল মমতার এদিনের বক্তব্যে। এদিন যেমন মতুয়াদের জন্য তিনি কী কী করেছেন সেই খতিয়ান তুলে ধরেছেন তেমনই মতুয়া-সহ বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য তিনি কতটা উদার সেকথাও তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে। বাদ যায়নি লোকনাথ বাবা, অনুকুলচন্দ্র ঠাকুর কিংবা রামকৃষ্ণ, স্বামী প্রণবানন্দ ভক্তদের প্রতি বার্তা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করে করে তিনি বলেন, সকলকে সমান চোখেই দেখেন তিনি। বলেন, "এক বার তারকেশ্বর-দক্ষিণেশ্বর-তারাপীঠে গিয়ে দেখে আসুন, সেখানে গত আট বছরে কী উন্নয়ন হয়েছে!"

মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রয়াত প্রধান বীণাপাণি দেবী বা বড়মার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্কের কথাও জানিয়েছেন মমতা। তিনি যে ভোটবাক্সের কথা মাথায় না রেখেই যোগাযোগ রাখতেন সেই দাবিও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের মন পেতে এদিন তিনি বলেন, "আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে বড়মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। গত তিরিশ বছরে কেউ তাঁর খোঁজ নিয়েছেন? আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের।"

মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা সফল করতে গত তিনদিন ধরে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিধানসভা এলাকায় বুথ স্তর থেকে পুরসভা পর্যন্ত পথসভা করছেন তৃণমূল নেতারা। সেখানে সাধারণ মানুষকে তাঁরা বলছেন, বিজেপি—র ভুল বার্তায় কান দেবেন না। এদিন তিনি উদ্বাস্তুদের আশ্বস্ত করে বলেন, যারা এখনও জমির দলিল পাননি তারা জমির দলিল পাবেন। প্রসেসিং হতে যেটুকু সময় লাগবে। এমনকি মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে তিনি তাঁর সরকারের খতিয়ান তুলে ধরেন।

এ দিন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়েও ফের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, এ রাজ্যে সিএএ বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) অথবা জাতীয় জনসংখ্যাপঞ্জি (এনপিআর) বাস্তবায়িত হতে দেবেন না। মমতা জানান, নাগরিকত্ব প্রমাণে ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ড থাকলেই হবে। অন্য কোনও নথির প্রয়োজন নেই।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার এগরা বাজকুল রাজ্য সড়কে বাজকুলে পথ অবরোধ

এগরা,৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাওয়ার শিশুদের দেওয়া হচ্ছিল। যার জেরে মঙ্গলবার এগরা- বাজকুল রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে অভিভাবক- অভিভাবিকারা। ঘটনায় অবরোধ চলায় বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ওই রাস্তায় যান চলাচল একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। যার ফলে রাস্তার উপর সারে সারে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ি।

উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরের ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের পোকা লাগা চাল ও ডাল দিয়ে খিঁচুড়ি দেওয়া হতো। যার ফলে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল অভিভাবক- অভিভাবিকাদের মধ্যে। এর জেরে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকাদের বারবার সমস্যার কথা জানালেও কোনরকম সুরাহা মেলেনি। এরপর মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে অভিভাবক- অভিভাবিকারা। মঙ্গলবার সকালে এগরা- বাজকুল রাস্তার নিমতলা বাস স্ট্যান্ডের কাছে রাস্তার উপর পোকা লাগা ডাল, খিঁচুড়ি ফেলে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। প্রায় এক ঘন্টা ধরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনার জেরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে যাত্রীবাহী বাস ও পন্যবাহী লরি। ঘটনার জেরে বেশ সমস্যায় পড়ে নিত্যযাত্রী থেকে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। অবরোধ চরমে উঠলে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ভগবানপুর থানার পুলিশ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। এরপর ঘটনাস্থলে ভগবানপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে দু''জন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাকে থানায় নিয়ে আসলে উঠে যায় অবরোধ। এরপরে যানজট স্বাভাবিক করে পুলিশ।

বিক্ষোভকারী অভিভাবক পাঞ্চালী পাত্র বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে পোকা চাল ও ডাল রান্না করেছে। একাধিক বার পোকা জাতীয় খাবার রান্না করে পরিবেশন করা হচ্ছে। যা আমরা জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। ভালো খাবার গুলো বাড়িতে নিয়ে চলে যান দুইজন সহয়িকা। মঙ্গলবার এর এই ঘটনার পর অভিযুক্ত সহায়িকা অঞ্জু সিং বলেন, 'খারাপ ডালটি সরিয়ে রাখা হয়েছে। ভালো ডালে রান্না পরিবেশন করা হয়।' মঙ্গলবার এই ঘটনায় অভিভাবক- অভিভাবিকাদের সঙ্গে একমত স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সেক সিরাজুলও। তিনি বলেন, আমার কাছে খবর রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে পোকা চাল ও ডাল বাচ্চা শিশুদের খাওয়ানো হচ্ছে। এই ঘটনা জানালে কোন গুরুত্ব না দিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন তারা।' এদিনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে গেলেও পরে পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করায় অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

দীর্ঘ ১২ বছর পর উকাপা স্বশাসিত পরিষদের দুই শীর্ষ নেতা পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ডের নয়া গতি

গুয়াহাটি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সুদীর্ঘ ১২ বছর পর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের দুই শীর্ষ নেতা পূর্ণন্দু লাংথাসা এবং নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নতুন গতি এসেছে। ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠনের গুলিতে নিহত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তদানীন্তন সিইএম পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং ইএম নিন্দু লাংথাসার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের নাম আদালতে পেশ হওয়ার পরও রহস্যজনকভাবে এই মামলার তদন্ত এখনও ঝুলে রয়েছে বলে অভিযোগ।

এই হত্যাকাণ্ডের রাজসাক্ষী আদালতে ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুর্ধর্ষ ক্যাডার দেবোলাল গারলোসা ওরফে ডেনিয়েল ডিমাসা পার্বত্য পরিষদের দুই নেতার হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। অভিযোগ এর পরও ২০০৭ সালে দায়েরকৃত মামলার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা দূরের কথা এখন পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগনামা দাখিল করেনি পুলিশ।

যার পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে হত্যার বলি নিন্দু লাংথাসার পুত্র ডেনিয়েল লাংথাসা তাঁর বাবার হত্যা মামলার সিবিআই তদন্ত চেয়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। শুক্রবার গুয়াহাটি হাইকোর্ট এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করার জন্য অসম পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এর আগে পূর্ণেন্দু ও নিন্দুর হত্যাকাণ্ডের সিবিআই তদন্ত চেয়ে ডেনিয়েল লাংথাসা রাজ্যের মুখ্যসচিবকে জরুরি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তার পরই ডেনিয়েল লাংথাসা গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ডেনিয়েলের হয়ে আইনজীবী সুরজিৎ বৈরাগি এক হলফনামা দাখিল করেন হাইকোর্টে। এতে লেখা হয়েছে, ২০০৭ সালের ৪ জুন দিহাঙ্গি থানার অন্তর্গত লাংলাই হাসনু গ্রামে পূর্ণেন্দু লাংথাসা ও নিন্দু লাংথাসাকে শূন্য দূরত্ব থেকে গুলি করে হত্যা করেছিল তদানীন্তন নিষিদ্ধ ঘোষিত ডিএইচডি (জে) জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। ওই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রথমে উমরাংসো থানায় ৩৩/২০০৭ নম্বরের মামলা রুজু করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মামলাটি দিহাঙ্গি থানায় স্থানান্তরিত করা হলে দীর্ঘ ১২ বছর থেকে ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সঠিক পথে এগোয়নি। এমন-কি এ নিয়ে কোনও অভিযোগনামাও আদালতে দাখিল করেনি পুলিশ। আদালতে দিহাঙ্গি থানায় রুজু হওয়া ওই মামলার ভিত্তিতে হাফলং সিজেএম কোর্টে ১৮/২০০৮ নম্বরের মামলায় হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত অ্যাকশন ডিমাসা রাজসাক্ষী হয়ে ২০১৮ সালের ২৭ জুলাই সিজেএমের সামনে নিজের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিল। অ্যাকশন ডিমাসা স্বীকার করেছিল, ২০০৭ সালের ৪ জুন ডিএইচডি (জে)-র প্রাক্তন দুর্ধর্ষ ক্যাডার তথা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বর্তমান সিইএম দেবোলাল গারলোসার নির্দেশেই পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসাকে হত্যা করা হয়েছিল। অ্যাকশন ডিমাসা সেদিন এই সাক্ষ্য প্রদান করার পরও পুলিশ দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে ডেনিয়েল লাংথাসার আইনজীবী সুরজিৎ বৈরাগি আদালতে প্রদত্ত হলনামায় উল্লেখ করেছেন। তার পরই শুক্রবার গুয়াহাটি হাইকোর্ট ১৩ মার্চের মধ্যে পূর্ণেন্দু লাংথাসা এবং নিন্দু লাংথাসা হত্যাকাণ্ড মামলার চার্জশিট আদালতে দাখিল করার জন্য রাজ্য সরকার ও অসম পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে।

তৃণমূল কর্মীকে ধারল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ সভাপতির বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমুল এক কর্মীকে পিছন দিক থেকে ধারল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল তৃণমুলের অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পরেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে এল। এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বেলেবেড়িয়া থানার চর্চিতা গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে আহত ওই তৃণমূল কর্মীর নাম চন্দন দে। জানা গিয়েছে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে এলাকায় অনুষ্ঠান চলছিল। এদিন রাতে চন্দন বাবু সেই অনুষ্ঠান দেখে একাই বাড়ি ফিরছেন। সেই সময় তাঁকে একা পেয়ে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি রাজীব কর ও তার দলবলেরা তাঁকে পিছন দিক থেকে ধারাল আস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরেই স্থানীয় মানুষজনেরা আহত চন্দন দে কে এদিন রাতেই ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দিন পনেরো আগে চর্চিতা অঞ্চল সভাপতি করা হয়েছে চর্চিতা গ্রামের রাজীব করকে।রাজীব বাবুর বিরুদ্ধে এর আগেও দল বিরোধী কাজ করা, মারধর, কাঠমানি নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে দলের একাংশের অভিযোগ।মাস তিনেক আগে এই রাজীব করের বিরুদ্ধে চর্চিতা গ্রামের চন্দন দে কে লক্ষ করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল।গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমূলের একাংশের রাজীব করকে অঞ্চল সভাপতি কারর জন্য ক্ষোভ রয়েছে।তার মধ্যে সোমাবার রাতে রাজীব কর এবং তার দল বলের বিরুদ্ধে আবারও চন্দন দে কে পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমন করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার পরই এলাকার তৃণমূল নেতা

ছয়ের পাতায়

ফুল দিয়েই সাজছে ফুলবাগান মেট্রো স্টেশন

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ দিন পরীক্ষামূলক দৌঁড়ের পর অবশেষে চলতি মাসের ১৩ তারিখ যাত্রা শুরু হচ্ছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ঊ সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টর থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামের মধ্যে চলবে এই নয়া মেট্রো ঊ এপ্রিলের মধ্যেই ফুলবাগান পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।তাই, ফুল দিয়েই সাজছে ফুলবাগান মেট্রো স্টেশন।

অনেক দিনের প্রতিক্ষা শেষে ১৩ তারিখ উদ্বোধন হবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ঊ তবে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর যে ছটা স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলবে সেগুলো সব কটাই মাটির ওপরেঊ উদ্বোধনের কয়েক মাসের মধ্যেই ট্রেন চলবে ফুলবাগান পর্যন্ত ঊ স্টেডিয়াম স্টেশনের পরেই সুভাষ সরোবরের পাশ দিয়ে রেলপথ সুড়ঙ্গে ঢুকছে ঊ ইতিমধ্যেই সেই সুড়ঙ্গে ট্রায়াল রান শুরু হয়ে গেছে সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান পৌছতে ১৪-১৬ মিনিট সময় লাগবে ঊ ফুলবাগানের পরের স্টেশন শিয়ালদহ ঊ তবে এখন মেট্রো শিয়ালদহ পর্যন্ত যাবে না ঊ শিয়ালদহর কাছে ওয়াই ক্রসিং দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হবে মেট্রো।

দুর্গাপুরে বন্ধ ঘরে যুবক-যুবতীর রক্তাত্ব দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুর্গাপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাড়ির ভেতর যুবক- যুবতীর রক্তাত্ব দেহ উদ্ধার। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। পরিবারের দাবীকিশোরীর গলার নলি কেটে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে যুবক। মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গণতন্ত্র কলোনি এলাকায়।

এজলাসে বিচারককে জুতো ছুড়ে মারল আইএস জঙ্গী সন্দেহে ধৃত মুসা

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ব্যাঙ্কশাল আদালতের এজলাসে বিচারককে জুতো ছুড়ে মারল আইএস জঙ্গী সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া মুহাম্মদ মসিউদ্দিন ওরফে মুসা। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারটো নাগাদ প্রধান বিচারক প্রসেঞ্জিত বিশ্বাসের ঘরে সাক্ষ্যগ্রহণপর্ব চলার সময়ে মুসা ওই কাণ্ডটি ঘটায়। বিচারককে উদ্দেশ্য করে জুতো ছোড়া হলেও বিচারকের গায়ে তা লাগেনি। তবে, এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এজলাসের মধ্যে। লক্ষ্যভ্রষ্ট জুতোটি লাগে একজন আইনজীবীর কানে। তিনি আহত হন।

এর পরই কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা ছুটে এসে অভিযুক্তকে লকআপে নিয়ে যায়। এর আগেও মুসা ২০১৭ সালে আলিপুর জেলে থাকাকালীন এক ওয়ার্ডেনকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করে বলে অবিযোগ। ওই ঘটনার পর প্রেসিডেন্সি জেলে তাকে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও ২০১৯ সালে

ছয়ের পাতায়

বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নাগরিক আতঙ্ক

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): এই নিয়ে তৃতীয়বার বই লিখে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বইমেলায় তাঁর 'নাগরিক আতঙ্ক' উদ্বোধন করেন পুরানবিদ অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।

বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জী নিয়ে প্রতিবাদে সরব হতে দেখা গেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে তিনি এই আইনের বিরোধিতা করছেন। যদিও বইমেলা উদ্বোধনের দিনই তার আরও দুটো নাগরিকত্ব আইন বিরোধী বই প্রকাশিত হয়েছে। ১০০ পাতার এই বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে নাগরিকত্ব আইন এর প্রতিবাদে যে ছবি তিনি একেছিলেন সেই ছবিটি এই বইয়ের প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব আইন চালু হলে সাধারণ মানুষ কিভাবে সমস্যায় পড়তে পারেন বা কি কি সমস্যা হতে পারে সেই নিয়ে এই বইয়ে লিখেছেন তিনি। দে'জ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর এই বইঊ এর আগের দুটি বই বিক্রি হচ্ছে প্রবল গতিতে। এই নতুন বই কতটা বিক্রি হয় সেটাই এখন দেখার।

চিকিৎসকের ওপর থেকে শাস্তিমূলক ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি এসডিএফ-এর

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সাধারণ সম্পাদক সজল বিশ্বাসের ওপর থেকে শাস্তিমূলক ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি করল সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (এসডিএফ)। ডেঙ্গুর ভয়াবহতা নিয়ে মুখ খুলে অন্যায় অগণতান্ত্রিক ভাবে সাসপেন্ড হয়েছিলেন বারাসাত জেলা হাসপাতালের বর্ষীয়ান ও প্রখ্যাত চিকিৎসক অরুণাচল দত্ত চৌধুরী।

সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম সভাপতি ডা:প্রদীপ ব্যানার্জী একথা জানিয়ে বলেন, "চিকিৎসক সমাজ এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যভবন অভিযানের ডাক দেয়। তাতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেওয়ার জন্য সরকার বেশ কয়েকজনকে শোকজ করে চার্জশিট ধরায়। যার মধ্যে ডা:সজল বিশ্বাসের উপর থেকে চার্জশিট এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি। উপরন্তু প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে সরকার তাঁকে বাঁকুরায় বদলি করে দেওয়া হয়। যদিও ইতিপূর্বে তিনি উত্তরবঙ্গে ৫ বছর চাকরি করে এসেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি দীর্ঘ আইনী ও গনতান্ত্রিক লড়াইয়ের ফলে ডা:দত্তচৌধুরী যেখানে নির্দোষ প্রমানিত হয়েছেন সেখানে একই কারনে আন্দোলনকারীদের উপর থেকে শাস্তিগুলি প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। উল্টে ডা: দত্ত চৌধুরীকে আবার কালিম্পঙয়ে বদলি করা হল। যেখানে তার চাকরি আর মাত্র ৪ মাস রয়েছে। এই অন্যায় এবং সার্ভিস রুলস বিরোধী বদলির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং এই অন্যায় বদলি সহ ওই ঘটনায় সরকার কতৃক গৃহিত সকলের উপর থেকে সমস্ত প্রতিহিংসা মূলক পদক্ষেপ তুলে নেওয়ার দাবি আমরা জানাচ্ছি।

রাজ্যপালকে হেলিকপ্টার দিতে সম্মত হল নবান্ন

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যপালকে মান্যতা দিতে বাধ্য হল রাজ্য সরকার। জগদীপ ধনকরকে এবার হেলিকপ্টার দিতে রাজি হয়েছে নবান্ন। হেলিকপ্টার না পেয়ে মাস তিন আগে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ধনকর। সেই ক্ষোভকে সে সময় আমল দেয়নি সরকার।
সূত্রের খবর, আগামি ৬ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন যাবেন রাজ্যপাল। তার যাতায়াতের জন্যই হেলিকপ্টার দিচ্ছে রাজ্য। প্রশ্ন উঠছে, বরফ কি তাহলে গলছে? কিন্তু কয়েক বারই তো এমনটা মনে হয়েছে, কিন্তু কয়েক দিন পরেই আবার রণংদেহী মুড ফিরে এসেছে। তাহলে এবারেও কী সেটাই হবে নাকি পাকাপাকি ভাবে দাঁড়ি পড়বে দুই পক্ষের বিবাদে? এই সব প্রশ্ন ওঠার কারণ শুক্রবারের বিধানসভায় রাজ্যপালের বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা। রাজ্যের লিখে দেওয়া বিধানসভার বাজেট বিবৃতি। রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক সংঘাত চলছে। ক্রমাগত বাড়তে এর মাত্রা। সেই সংঘাতের আবহে কেবল রাজনৈতিক মহলই নয়, তাকিয়ে আমজনতাও।বিধানসভায় সংবিধান দিবসের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর রাজ্যপাল প্রকাশ্যেই সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর শীতল আচরণের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অধিবেশন থেকে বার হওয়ার সময় তৃণমূল বিধায়কদের অনেকে ব্যাঙ্গাত্মক ধ্বণি দেন রাজ্যপালকে লক্ষ্য করে। এর দুদিন বাদে রাজ্যপাল বিধানসভা ভবনে গিয়ে যে পথ দিয়ে তাঁর ঢোকার কথা, সেই ফটক বন্ধ পান। ঘটনাস্থলেই রাজ্যপাল সাংবাদিকদের কাছে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর পরেও ক্রমাগত রাজ্যপাল-রাজ্য সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ ৩০ জানুয়ারি গান্ধীঘাটে বারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে রাজ্যপালের ধর্মকে কেন্দ্র করে।
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ওই দিন রাজ্যপালের বাজেট বক্তৃতা করার কথা। এই বিবৃতিতে রাজ্যের সাফল্যের কথা ফলাও করে লেখা হয়। এর খসরা রাজ্যই করে দেয়। পাঠ করেন রাজ্যপাল। কিন্তু রাজ্যপাল কিছুদিন ধরে কেন্দ্রের স্তুতি এবং রাজ্যের সমালোচনা করতে শুরু করেছেন। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ কারণে জগদীপ ধনকরের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এর পর গতকাল নজীরবিহীনভাবে পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থবাবু রাজ্যপালের কাছে যান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছেন যাতে অস্বস্তিতে পড়েন দুই মন্ত্রী। প্রশ্ন উঠছে, এ কারণেই কি রাজ্যপালকে তুষ্ট করতে হেলিকপ্টার দিল রাজ্য?

প্রাথমিকের পর উচ্চপ্রাথমিকের ফি বৃদ্ধি ,সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সামনে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

কলকাতা,৪ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):ফের উত্তাল সাউথ পয়েন্ট স্কুল ঊ প্রথমিক বিভাগের পর এবার উচ্চ প্রাথমিক বিভাগের ফি বৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকেই সাউথপয়েন্ট স্কুলের সামনে বিক্ষোভে সামিল উচ্চপ্রথমিক বিভাগের অভিভাবকরা ঊ স্কুলের সামনে রস্তার বসে অবস্থান বিক্ষোভ অভিভাবকদের ।আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে অতিরিক্ত ফি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ ঊ এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পরেন অভিভাবকরা ঊ মঙ্গলবার সকাল থেকে বেতন ফের আগের অবস্থায় আনার দাবি নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় উচ্চ প্রথমিক বিভাগের অভিভাবকরা ঊ অভিভাবকদের দাবি বেতন ফের আগের অবস্থায় না আনা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন তাঁরা ঊ স্কুল কর্তৃপক্ষর তরফে জানানো হয় বিষয়টি উর্দতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে ঊ উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই অতিরিক্ত ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান প্রাথমিক বিভাগের অভিভাবকরা ।

হামলায় মৃত ৩

আটের পাতার পর
হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও একজন। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর-পূর্ব ডালাস থেকে ১০৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টেক্সাস এ অ্যান্ড এম ইউনিভার্সিটি-কমার্সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে প্রাইড রক রেসিডেন্স হলের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। মোট তিনজন গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে দুজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অন্যজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার কারণ জানা না গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস স্থগিত রাখা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গেরুয়া শিবিরে নতুন সদস্য, বিজেপিতে যোগ দিলেন জনার্দন পুত্র সমীর দ্বিবেদী

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আরও এক নতুন সদস্যের আগমণ হল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তেঊ মঙ্গলবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জনার্দন দ্বিবেদীর ছেলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) সমীর দ্বিবেদীঊ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সদর দফতরে, বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিংয়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় সেনা সমীর দ্বিবেদীঊ
বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সমীর দ্বিবেদী বলেছেন, 'এটাই আমার প্রথম রাজনৈতিক দলঊ বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত প্রতিটি ভালো মানুষেরঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব যে সমস্ত কাজ হয়েছে, তা আগে কখনই সম্ভব ছিল নাঊ' উদাহরণ হিসেবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের কথা উল্লেখ করেছেন সমীরঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজে মুগ্ধ হয়ে এবং বিজেপির নীতি-আদর্শই সমীরকে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করার জন্য প্রভাবিত করেছে বলে জানিয়েছেন জনার্দনের ছেলেঊ
এদিকে, সমীর বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন অথবা যোগ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না তাঁর বাবা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জনার্দন দ্বিবেদীঊ কংগ্রেস নেতা জনার্দন দ্বিবেদী জানিয়েছেন, 'এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, সমীর যদি বিজেপিতে যোগদান করে সেটা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তঊ'

আহত শ্রমিক

আটের পাতার পর
কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, সোমবার রাত ৮টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু আহত ব্যক্তির আঘাত গুরুতর হওয়ার কারণে বিষ্ণু দাসকে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে আহত ব্যক্তির বাড়ি চাকমাঘাট এলাকায়।

ম্যাক্সওয়েলের

আটের পাতার পর
একদিন এবং টি২০ দলে জায়গায় পেলেন বহুযুদ্ধের নায়ক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। গত বছর অক্টোবরে শেষ অস্ট্রেলিয়ার জার্সি পরে খেলতে দেখা গিয়েছিল ম্যাক্সওয়েলকে। তারপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। মানসিক বিশ্রামের কারণেই তাঁর এই সাময়িক বিরতি বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন তিনি। সেই বিশ্রাম কাটিয়ে উঠে বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন স্টারে দুরন্ত খেলেছেন। অস্ট্রেলীয় জাতিয় দলের এক নির্বাচক ট্রেভর হোনস জানিয়েছেন, মেলবোর্ন স্টারদের হয়ে দুরন্ত খেলে অসাধারণ ভাবে দলে ফিরে এসেছেন গ্লেন। তাঁর দুরন্ত ব্যাটিং ছন্দ। মিডল অর্ডারে অস্ট্রেলীয় দলকে শক্তি জোগাবে।

গ্রেফতার পুলিশের

আটের পাতার পর
অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়ের ওপর দলবল নিয়ে চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর করে এলাকার দুষ্কৃতী উজ্জ্বল নস্করঊ এই ঘটনায় স্থানীয় ক্লাবের সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় এর প্রতিবাদ করায়, রাত দেড়টা নাগাদ দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়ঊ বোমাও ছোড়া হয়ঊ এরপর বৃহস্পতিবার ২ জন অভিযুক্তকে আটক করে সরশুনা থানার পুলিশ ঊ বৃহস্পতিবার বোমাবাজির অভিযোগে ২ জনকে আটক করে বেহালা সরশুনা থানার পুলিশঊ কিন্তু অধরা ছিলেন মূল অভিযুক্তঊ সোমবার শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘটনাস্থল সরজমিনে দেখে পুলিশকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মূল অভিযুক্তকে খুঁজে বের কারার নির্দেশ দেন ঊ এরপরই সোমবার গভীর রাতে মেটিয়াবুরুজ এলাকা থেকে গেফতার করা হয়েছে প্রসেনজিৎ মণ্ডলকে এবং তাঁর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে গ্রফতার করা হয় অপর অভিযুক্ত উজ্জ্বল নস্করকে।

সন্দেহে ধৃত মুসা

পাচের পাতার পর
এক ওয়ার্ডেনকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। গলা কেটে দেয় ওয়ার্ডেনের। আবার এক সপ্তাহ আগেই আদালতের ভিতর রুটি পকেটে নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে সে। তার বক্তব্য, জেলের খাবারের মান বোঝানোর জন্য বিচারকের জন্য সেটা এনেছিল।
কিছুদিন আগে একবার বিচারকের সামনে অভিযোগেঈ জানায় মুসা। তার অভিযোগ, তার দু'হাতে , দু"পায়ে ২৪ ঘণ্টা বেড়ি পরিয়ে রাখা হচ্ছে। শুধু খুলে দেওয়া হচ্ছে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময়ে। আর খাওয়ার সময়ে শিকল এমন ভাবে পরানো থাকে যে দু "হাতই ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়।
কারা দফতরের এক কর্তা অবশ্য বলেন , "এই অভিযোগে মোটেই ঠিক নয়। মুসাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর পরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে বলা হয়েছিল, মুসা খুবই হিংস্র প্রকৃতির। তার উপরে যেন আলাদা নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়। ওকে একেবারে ছেড়ে রাখলে ওই অভিযুক্ত যে কী করতে পারে, তার নজির আমরা নানা সময়ে পেয়েছি।

সভাপতির বিরুদ্ধে

পাচের পাতার পর
কর্মীদের মধ্যে অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ।এই ঘটনায় তীব্র তিন্দা করেছেন গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি এবং গোপীবল্লভপুর দই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি কলিপদ শূর ।কালিপদ শূর বলেন "এটি পরকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে ।রাজীব কর চন্দন দেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল ।অনেক কষ্ট তিনি প্রানে বাঁচেন। এই ঘটানায় অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি ।এই রাজীব কর ২০১৫ সালে মুখ্যমন্ত্রীর সভা বানচাল করার চেষ্টা করেছিল,এলাকার বিদ্যালয়ের থেকে কাঠ মানি নেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে মারধর করেছিল ।কয়েক মাস আগে এই চন্দন দে কে বোম মেরেছিল ।পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টে পুরস্কারস্বরুপ রাজীবকে চর্চিতা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি করা হয়েছে ।এই ঘটনার জন্য উর্দতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।" অন্যদিকে এই বিষয়ে গোপীবল্লভপুর দই ব্লক তৃণূললের সভাপতি টিঙ্কু পাল বলেন " ওই ঘটনার সময় আদৌ রাজীব উপস্থিত ছিল কিনা তা পরিস্কার নয় ।তবে যে বা যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশ যাতে পদক্ষেপ গ্রহন করে তার জন্য বলেছি।" এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিরবাহা সোরেন টুডু বলেন "অন্যায়কে পশ্রয় দেওয়া হবে না ।অন্যায়ের বিচার হবে ।প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

বাড়বে তাপমাত্রা

তিনের পাতার পর
গত সপ্তাহেও গোড়ার দিকে পশ্চিমী ঝঞ্জার কারণে বৃষ্টিপাত হয়েছিলঊ তারপরেই রোদ উঠতেই নেমেছিল তাপমাত্রার পারদঊ নতুন করে আবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝা জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকবে বৃহস্পতিবার ও রবিবার বলেও জানাচ্ছেন সঞ্জীববাবুঊ তবে বৃষ্টি কমলে ফের পারদ পতনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না মৌসম ভবন।
মঙ্গলবার শহরের আকাশ ছিল রৌদ্রজ্জ্বল। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ছিল ১২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ডিগ্রি কম। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ডিগ্রি কমঊ আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ সর্বাধিক ৯৭ শতাংশ। ন্যূনতম ছিল ৩১ শতাংশ। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি হয়নিঊ বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে।

সিএএ ও এনআরসি-র সমর্থনে অভিনন্দন যাত্রায় পা মেলালেন বিজেপি-র জাতীয় সহ-সভাপতি দুষ্মন্ত কুমার গৌতম

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মঙ্গলবার ফের "অভিনন্দন যাত্রা"র আয়োজন করে বঙ্গ বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস এর অফিস পর্যন্ত যায় বিজেপি এই অভিনন্দন যাত্রা। এদিন মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি-র জাতীয় সহ-সভাপতি দুষ্মন্ত কুমার গৌতম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই যাত্রা থেকেই "কাগজ আমরা দেখাবো না"র পাল্টা স্লোগান ওঠে "কাগজ আমরা দেখাবো"। মিছিলের মধ্যে থেকে এই স্লোগান তোলেন রাজ্য বিজেপির তপশিলি মোর্চার সভাপতি তরুণ হালদার। এদিনের মিছিল থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিজেপির তপশিলি মোর্চার সভাপতি তরুণ হালদার বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহর হাত ধরে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই আইনের মধ্যে দিয়ে ৭০ বছর পর মানুষের কাঙ্খিত আশা পূর্ণ হতে চলেছে। যারা এতদিন দেশে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করেছেন এই আইনের মধ্যে দিয়ে মোদি সরকার তাদের নাগরিকত্ব দান করতে চলেছেন।" এরপরেই এদিন "কাগজ আমরা দেখাবো না" এই স্লোগানের প্রসঙ্গে সরব হন রাজ্য বিজেপি তপশিলি মোর্চা সভাপতি। এই স্লোগানের পাল্টা স্লোগান দিয়ে তিনি বলেন, "কাগজ আমরা দেখাবো। আমাদের কাছে কাগজ আছে তাই কাগজ দেখাতে আমাদের কোন ভয় নেই। যাদের কাগজ নেই তারাই এই স্লোগানকে সমর্থন করছেন সাধারণ মানুষ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কে সমর্থন করেছেন, রাজ্যজুড়ে দিকে দিকে চেয়ে অভিনন্দন যাত্রা হচ্ছে সেখানে মানুষের ঢলই তার প্রমাণ দিয়েছে।" প্রসঙ্গত, সি এ এ কে কেন্দ্র করে, ২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় জেপি নাড্ডা র নেতৃত্বে প্রথম শুরু হয় অভিনন্দন মিছিল। হিন্দ সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু হয় এই মিছিল। শেষ হয় শ্যামবাজারের কাছে। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সকল স্তরের নেতৃত্ব। এদিকে নয়া নাগরিকত্ব আইন এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জির প্রতিবাদে প্রায় টানা দুই মাস ধরে একাধিক মিছিল হয়েছে শহর কলকাতায়। এর পাল্টা হিসাবেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহা মিছিলের আয়োজন করে বিজেপিও। এই মিছিলের ধারা অব্যাহত থাকল আজ মঙ্গলবার ও। বিজেপির দাবি নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিরোধীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারে মানুষ ভয় পাচ্ছেন। তাই প্রকৃত সত্য তুলে ধরে তা মানুষের ভুল ভাঙাতে হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্নে তৃণমূলের দ্বিচারিতা তুলে ধরাও তাদের লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। এদিনের মিছিলেও দেখা গেল মানুষের ঢল ।

যায় না

● প্রথম পাতার পর
মধ্যেই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী আমাদের দাবি পূরণ করে দেন। তাই দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চাই। কারণ দিল্লি আমাদের মান সম্মান, দিল্লি দেশের রাজধানী, এটা আমাদের মুকুট। আর এই মুকুট আমরা এমন কোনো ব্যক্তির হাতে দিতে পারি না যে ক্রমাগত ভারতের বদনাম করতে ব্যস্ত, যে শাহীনবাগে পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলে।
মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আমি এটা জানতে পেরে খুব খুশি যে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক হাজার জওয়ানকে দিল্লি পুলিশে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা দিল্লির প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। আগে কেন হয়নি এমনটা? এর আগেও তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এর আগেও তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাজ্যমন্ত্রী ছিলেন।
তিনি বলেন, কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যে বিজেপি অথবা এনডি-এর সরকার থাকবে। যেদিন অটলজি লোকসভায় বলেছিলেন যে আসামেও একদিন পদ্মফুল ফুটবে, সেদিন তৎকালীন শাসক দলের নেতারা ঠাট্টা করেছিলেন। কিন্তু আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যে বিজেপি এবং বাকি রাজ্যগুলিতে এনডিএ সরকার রয়েছে।
রাজ্যে নতুন ভাবে অনুষ্ঠিতব্য হর্নবিল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নাগাল্যান্ডে প্রতিবছর হর্নবিল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে আন্তর্জাতিক স্তরের জনগণ আসেন। আগামী ৮ তারিখ ত্রিপুরাতেও আমরা হর্নবিল উৎসব পালন করতে যাচ্ছি। এটাই পরিবর্তন, কারণ এর আগে কখনো এমন ভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতির মেলবন্ধন হয়নি।
বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আমাদের রাজ্যে জনজাতিদের মধ্যে মান্যতা রয়েছে যে ধনেশ পাখি ভগবানের দূত। তাই তাঁরা কোনোদিন ধনেশ পাখি হত্যা করেনা। মানুষ মনে করত যে হর্নবিল উৎসব শুধু নাগাল্যান্ডে হতে পারে। বিহু উৎসব শুধু আসামেই হবে, কিন্তু এখন এমনটা নয়।
দিল্লির সেই মঞ্চে রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিপ্লব কুমার দেব, আমাদের হজাগিরি নৃত্য, যা খুবই সুন্দর। বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে এই নৃত্য প্রদর্শন করে আমাদের শিল্পীরা পুরস্কার নিয়ে আসে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আগেও ছিল। কিন্তু এখন সেটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কারণেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
অমিত ভাই শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে বলেন যে, এখানকার জনসংখ্যা বাকি ভারত থেকে অনেকটাই কম। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। আর আয়তনে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সমান। যে রাজ্যের জনসংখ্যা ২৩ কোটি। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চল সোনার পাখি কেন হবেনা? মোদীজি কেন বারবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসেন এবং বলেন যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের অর্থনৈতিক নকশা বদলে দেবে?
উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে খনিজ রয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, পর্যটনে সমৃদ্ধ বিভিন্ন স্থান রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যে দেখার মত পর্যটনস্থল রয়েছে ত্রিপুরাতেও। ঊনকোটি, ছবির মত অসাধারণ জায়গা রয়েছে। আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই পর্যটন স্থল গুলিকে পর্যটকদের জন্য সহজ ভাবে উপলদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে।
এই কথাগুলি বলে দিল্লির নির্বাচনী প্রচারে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে জয়ী করার আহবান জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব ।এদিন বিশ্বাস নগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী ওম প্রকাশ শর্মার সমর্থনে সন্ধ্যায় দিল্লির এজিসিআর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত জনসভাকে সম্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন এই জনসভায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮ টি রাজ্যেরই মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বাংলার ১৮ জন বিজেপি সাংসদ যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতির কাছে

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মমতার সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে শীঘ্রই বাংলার ১৮জন বিজেপি সাংসদ যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতির কাছে। রাজনীতির লড়াইকে রাইসিনা হিলসে টেনে নিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি দিলেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি অভিযোগ করছেন, সিএএ নিয়ে কোনও কিছু করতে গেলেই তাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন বাংলায়। সূত্রের খবর, মূলত এই অভিযোগই বিজেপি সাংসদরা জানাবেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দকে।
অভিযোগ, সিএএ ও এনআরসি নিয়ে বাংলায় প্রচার করতে পদে পদে বাধা পাচ্ছে গেরুয়া শিবিরের নেতারা। কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূলের তরফে, কখনও পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এনআরসি আর সিএএ নিয়ে বাংলায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে। রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি সম্পত্তিরও অনিষ্ট সাধন ঘটানো হয়েছে। অথচ সেই সব ঘটনায় জড়িত হাঙ্গামাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য সরকার। বিজেপি-র দাবি, এরই উল্টো দিকে শান্তিপূর্ণ ভাবে এনআরসি আর সিএএ নিয়ে প্রচারে নামলেই তাঁদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে। এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। তাই রাষ্ট্রপতিকে সেই অভিযোগ জানানো হবে ।যদিও এসব পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল।

এজলাসে বিচারককে জুতো ছুড়ে মারল আইএস জঙ্গী সন্দেহে ধৃত মুসা

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ব্যাঙ্কশাল আদালতের এজলাসে বিচারককে জুতো ছুড়ে মারল আইএস জঙ্গী সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া মুহাম্মদ মসিউদ্দিন ওরফে মুসা।
বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রধান বিচারক প্রসেঞ্জিত বিশ্বাসের ঘরে সাক্ষ্যগ্রহণপর্ব চলার সময়ে মুসা ওই কাণ্ডটি ঘটায়। বিচারককে উদ্দেশ্য করে জুতো ছোড়া হলেও বিচারকের গায়ে তা লাগেনি। তবে, এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এজলাসের মধ্যে। লক্ষ্যভ্রষ্ট জুতোটি লাগে একজন আইনজীবীর কানে। তিনি আহত হন। এর পরই কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা ছুটে এসে অভিযুক্তকে লকআপে নিয়ে যায়। এর আগেও মুসা ২০১৭ সালে আলিপুর জেলে থাকাকালীন এক ওয়ার্ডেনকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর প্রেসিডেন্সি জেলে তাকে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও ২০১৯ সালে এক ওয়ার্ডেনকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। গলা কেটে দেয় ওয়ার্ডেনের। আবার এক সপ্তাহ আগেই আদালতের ভিতর রুটি পকেটে নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে সে। তার বক্তব্য, জেলের খাবারের মান বোঝানোর জন্য বিচারকের জন্য সেটা এনেছিল।
কিছুদিন আগে একবার বিচারকের সামনে অভিযোগে জানায় মুসা। তার অভিযোগ, তার দু'হাতে , দু"পায়ে ২৪ ঘণ্টা বেড়ি পরিয়ে রাখা হচ্ছে। শুধু খুলে দেওয়া হচ্ছে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময়ে। আর খাওয়ার সময়ে শিকল এমন ভাবে পরানো থাকে যে দু "হাতই ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়। কারা দফতরের এক কর্তা অবশ্য বলেন , "এই অভিযোগে মোটেই ঠিক নয়। মুসাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর পরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে বলা হয়েছিল, মুসা খুবই হিংস্র প্রকৃতির। তার উপরে যেন আলাদা নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়। ওকে একেবারে ছেড়ে রাখলে ওই অভিযুক্ত যে কী করতে পারে, তার নজির আমরা নানা সময়ে পেয়েছি।

বই নয় বিনোদনের খোঁজে মানুষ ছুটছে বইমেলায়, মত শিক্ষাবিদদের

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): বইমেলায় ভিড় চোখে পড়ার মত। কিন্তু অপর দিকে প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার। অর্থাৎ গ্রন্থাগার গুলি ফাঁকা। বইমেলায় ভিড় সামাল দিতে নাজেহাল হতে হচ্ছে কলকাতা পুলিশকে। অপরদিকে গ্রন্থাগার গুলিতে পাঠকের অভাবে মাছ দাঁড়াচ্ছেন গ্রন্থাগারিক। কিছু ক্ষেত্রে পাঠকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক গ্রন্থাগার। আর যেগুলো চলছে সেগুলোর অবস্থাও প্রায় না চলারই মত।
এমনটা কেন হচ্ছে খোঁজ নিল হিন্দুস্থান সমাচার। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার জানাচ্ছেন, 'এখন বইমেলার অর্থ হচ্ছে বই বর্জিত মেলা। এখানে মেলা বেশি আকর্ষণ করছে। বই নয়'। তাঁর কথায়, সারা সপ্তাহের একঘেয়েমি কাটাতে মানুষ বই মেলায় যাচ্ছে। যেখানে বইটাই ব্রাত্য। বৈচিত্র খুঁজতে মানুষ বই মেলায় যাচ্ছে। তিনি আরও জানাচ্ছেন, 'বইপ্রেমীদের নয় বৈচিত্র প্রেমিকদের জন্য এখন বইমেলা। প্রকৃত শিক্ষিত যারা, যেমন গবেষক, শিক্ষক বা অধ্যাপক তারা বইমেলায় গিয়ে ভিড় জমান না। সেই কারণেই লাইব্রেরী ফাঁকা পড়ে থাকছে অথচ বইমেলায় বৈচিত্র্যের খোঁজে ভিড় জমাচ্ছে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ'।
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস বলছেন, 'বাঙালি হুজুক প্রিয়। বইমেলায় যাওয়া স্ট্যাটাস মেন্টেইন হয়ে গিয়েছে। যার ফলে সিরিয়াস পাঠক কমে যাচ্ছে। সেই কারণে বই বিক্রি কম হচ্ছে'। তার অভিযোগের তীর অবশ্য হাতের মুঠোয় থাকা এই স্মার্ট যন্ত্রটির উপর। তিনি বলছেন, 'ইন্টারনেটের মাধ্যমে জেনে যাচ্ছে সবাই তাই বই কিনছে না জেরক্স করে নিচ্ছে। সাক্ষরতা বাড়ছে ঠিকই। কিন্তু সেটা পাঠ্য বই কেনার ক্ষেত্রে। গল্পের বই কবিতার বই আজকাল মানুষ খুব কম কিনছে। বলা যায় বইমেলায় যাওয়াটা এখন ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে সবকিছু করতে পারছে বলে দুই মলাটের মাঝ থেকে স্খলিত হচ্ছি আমরা'। তবে মানুষের গ্রন্থাগার বিমুখ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি গ্রন্থাগার গুলির সংস্কারের অভাবকেও দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, ' গ্রন্থাগার গুলিতে সংস্কারের অভাবে লোক কম যাচ্ছে। স্থানীয় গ্রন্থাগার গুলি কেবল বয়স্কদের খবরের কাগজ আর বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান পড়ার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।'
কবি মন্দাক্রান্তা সেন মনে করেন বইমেলা এখন পুরোপুরি বিনোদন মেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর কথায়, 'বহুদিন পর বন্ধুদের সাথে দেখা করার বা শীতকালীন ঘুরতে যাওয়ার জন্য আদর্শ জায়গা এখন বইমেলা। ফলে মনোযোগী পাঠকের সংখ্যা কমছে।'

ভারত

● প্রথম পাতার পর
তাতে মাদক পাচার রোধ এবং সীমান্ত পিলার নিয়ে কিছু সমস্যা-সহ বিস্তারিত আলোচনা হবে।
আগামীকালের বৈঠকে বিজিবি এবং বিএসএফ নিজেদের মধ্যে সমস্যাগুলি নিয়ে মতবিনিময় করবে। সেক্ষত্রে দুই দেশের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়েও চর্চা হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, আগামী পরশু উদয়পুরে ক্লাস্টার ৬-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে বাংলাদেশের কুমিল্লা, ফেনি, খাগড়াছড়ি এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন অংশ নেবে। ত্রিপুরার গোমতি, সিপাহিজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। কুমিল্লার জেলাশাসক মোহম্মদ আবুল ফজল মিরই আগামী পরশু বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেবেন। ফেনি, খাগড়াছড়ি এবং চট্টগ্রাম জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকরা ওই বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আগামীকাল বিলোনিয়া দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করবেন।
প্রসঙ্গত, গত ২৭ মে সর্বশেষ দুই দেশের জেলাস্তরের আধিকারিকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ক্লাস্টার ৪-এর ওই বৈঠকে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ওই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছে আগামীকাল ও আগামী পরশুর বৈঠকে সে সব পর্যালোচনা করা হবে।

পারদ

● প্রথম পাতার পর
১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পারদ ক্রমশ ঊর্ধমুখী হবে। এতে শীতের প্রভাব কমবে বলে তিনি অনুমান করছেন।
তিনি বলেন, আজ আকাশ পরিষ্কার ছিল। তবে সকালের দিকে চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা ছিল। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। তাঁর কথায়, সম্প্রতি আবহাওয়ার তারতম্যের বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর
তিনি।
আদালতের রায়ে অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেছেন জনৈক মামলাকারী সত্যরাম শীল। তিনি বলেন, নতুন সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়ার পর একাধিকবার প্রশাসনের দরজায় গিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাকরির আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু, কোনও ফল মিলেনি। তাই বাধ্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম।

খেলা

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

PNIT No. E-PT-26/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 29/01/2020 On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 19/02/2020 for the work under DNIT No. 54/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, dated 29/01/2020 and DNIT No. 55/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, dated 29/01/2020 **under the EE, RD Kumarghat Division during the year 2019-20.**

For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may be contact at Ph. No.9612590474 (M)/ email- eenlkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2380/2019-20

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura

PRESS NIeT. NO. 15/EE/DWSIDIVNIUDP12019.20
Dated :31-01-2020

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors I Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES I CPWD / Railway I P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not *below* the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy) (for Sl. No. 4 & 6)and also trade license & work shop with 3-Phase connection (for SI No. 4) for the following works:-

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money
1.	DNIeT. No. 98/EE/DWS/ DIVN/UDP/2019-20	Rs. 9,20,943.00	Rs. 9,209.00
2.	DNIeT. No. 99/EE/DWS/ DIVN/UDP/2019-20	Rs. 9,20,943.00	Rs. 9,209.00
3.	DNIeT. No. 100/EE/DWS/ DIVN/UDP/2019-20	Rs. 6,21,166.00	Rs. 6,212.00
4.	DNIeT. No. 101/EE/DWS/ DIVN/UDP/2019-20	Rs. 5,57,937.00	Rs. 5,579.00
6.	DNIeT. No. 102/EE/DWS/ DIVN/UDP/2019-20	Rs. 12,85,641.00	Rs. 12,856.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 1500 Hrs on 20.02-2020
Place, Time and date of opening of online bid : 010 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 20-02.2020 if possible
Details lender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur *and* office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, tidaipur/ Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.govin

ICA/C-2375/2019-20

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DINS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

নিখোঁজ সংবাদ

Ref: Bishramganj PS GDE No. 47, Dated. 27/01/2020.

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রীমতি মেরি দেববর্মা, বয়স-আনুমানিক ৩৭ বছর, স্বামী -বিজয় দেববর্মা, সাং-মাস্টার পাড়া, থানা-বিশ্রামগঞ্জ, উচ্চতা-৫ফুট, গায়ের রং-ফর্সা, চুল-কালো, মুখমন্ডল-গোলাকার, পরনে রক্ত বেগুনী রং এর সোয়েটার টপ। উক্ত মহিলাটি গত ২৭-০১-২০২০ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ হয়েছে।

উপরিউক্ত নিখোঁজ মহিলাটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
পুলিশ সুপার সিপাহিজলা, ত্রিপুরা ঃ-
দূরভাষ নম্বর ঃ
০৩৮১-২৮৬৭-৩১৮ (এস.পি, ডি আই. বি), ০৩৮১-২৮৬৭-৫৬৭ (বিশ্রামগঞ্জ থানা)

ইতি
পুলিশ সুপার
সিপাহিজলা, ত্রিপুরা
বিশ্রামগঞ্জ

ICA/D-1638/2019-20

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদর মহকুমা অন্তর্গত সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮-০২-২০২০ ইং শনিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় স্থানীয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে সদর মহকুমার অন্তর্গত সকল বিদ্যালয়ের তপঃজাতি ছাত্র ছাত্রীগণ যারা বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশ বা তদোর্দ্ধ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী এবং ৬০ শতাংশ তদোর্দ্ধ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তপঃজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে মেধা বৃত্তি মঞ্জুর হয়েছে তাদের "ডঃ বি. আর. আম্বেদকর' স্মৃতি মেধা পুরস্কার প্রদান করা হবে। অতএব উক্ত অনুষ্ঠানে মেধা বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য সকল ছাত্রছাত্রীদের যথা সময়ে উক্তস্থানে উপস্থিত থেকে মেধা বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তারিখ :

ইতি ধন্যবাদান্তে
মহকুমা শাসক
সদর : পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1643/2019-20

বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের সকল শ্রেণীর কার্ডধারী ভোক্তা সাধারণের জন্য অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত গণবন্টন ব্যবস্থায় ফেব্রুয়ারি, ২০২০ইং মাসে বরাদ্দ বিভিন্ন রেশ সামগ্রীর পরিমাণ ও দাম নিম্নরূপ হবে :

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	প্রতি মাসে রেশন কার্ডের ভিত্তিতে সরবরাহের পরিমাণ	মূল্য
১)	চাউল (অন্ত্যোদয়)	কার্ড প্রতি ৩৫ কেজি হারে	২.০০ টাকা প্রতি কেজি
২)	চাউল (প্রায়োরিটি গ্রুপ)	জন প্রতি ৫(পাঁচ) কেজি হারে (কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই)	২.০০ টাকা প্রতি কেজি
৩)	চাউল (এ.পি.এল)	জন প্রতি ৫(পাঁচ) কেজি হারে পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ২০(কুড়ি) কেজি	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৪)	আটা	জন প্রতি ১(এক) কেজি হারে	১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি
৫)	চিনি	সকল শ্রেণির কার্ড পিছু ১(এক) কেজি হারে। (যে সকল ভোক্তা জানুয়ারী, ২০২০ মাসের বরাদ্দকৃত চিনি সরবরাহজনিত সমস্যার কারণে তুলতে পারেন নি, তারা চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে তা সংগ্রহ করতে পারবেন।)	দাম ২৩.০০ টাকা
৬)	প্যাকেট লবণ	মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম	দাম ৭.০০ টাকা প্রতি কেজি
৭)	মসুর ডাল	কার্ড প্রতি মাসিক ১(এক) কেজি	৪৫.০০ টাকা প্রতি কেজি
৮)	কেরোসিন	রাজ্যে সকল ভোক্তারা মাথাপিছু ৫৫০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন। একমাত্র আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় এ.পি.এল. কার্ডধারী ভোক্তাগণ মাথাপিছু ৫০০ মিলিলিটার কেরোসিন পাবেন। আগরতলা পুর এলাকার অন্ত্যোদয় এবং প্রায়োরিটি গ্রুপ ভুক্ত কার্ডধারীরাও মাথাপিছু ৫০০ মিলি লিটার করে কেরোসিন পাবেন।	৩৬.৮০ টাকা প্রতি লিটার (আগরতলা পুর পরিষদের ৮ কিমি এলাকার মধ্যে। পরবর্তী প্রতি কিমির জন্য অতিরিক্ত ২ পয়সা হারে) তাছাড়া, অন্যান্য মহকুমায় দূরত্ব অনুযায়ী পরিবহন খরচ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগণ দাম নির্ধারিত করে থাকেন।

(১) ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে ডিসেম্বর, ২০১৯ মাস থেকে গণবন্টন ব্যবস্থায় পোর্টিবিলিটির সুবিধা চালু করা হয়েছে। এর ফলে ভোক্তাগণ তাদের সুবিধা অনুযায়ী নিজ নিজ রেশন দোকান ছাড়াও প্রয়োজন মত রাজ্যের যে কোন রেশন দোকান থেকে প্রতিমাসের বরাদ্দ রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। এর জন্য ভোক্তাদেরকে তাদের আধার নম্বর অথবা রেশনকার্ড নম্বর সঙ্গে রাখতে হবে। এই নতুন পোর্টিবিলিটি ব্যবস্থায় ভোক্তাগণ যে কোন রেশন দোকান থেকে আপাতত: চাল সংগ্রহ করতে পারবেন। রেশন সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক/খাদ্য দপ্তরের নিঃশুল্ক ফোন নম্বর - ১৯৬৭ অথবা ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫ এর মাধ্যমেও অভিযোগ জানাতে পারেন।

(হীরেন্দ্র দেববর্মা)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

ICA/D-1648/2019-20

টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জিততে স্যোসাল নেটওয়ার্ক থেকে দূরে থাকতে চান মীরাবাঈ চানু

মণিপুরের ভারোত্তলক মীরাবাঈ চানু যেকোনো প্রকারে এবারের

অলিম্পিক্সে পদক জিততে চান। সেই কারণে নিজের মনঃসংযোগ আরও বাড়াতে চান তিনি আর তাই স্যোসাল নেটওয়ার্ক সাইট থেকে এখন নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাইছেন। মণিপুরের এই ভারোত্তলক এই মুহূর্তে কলকাতায় এসেছেন জাতীয় ভারোত্তল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন মণিপুরি ভারোত্তলক মীরাবাঈ চানু। আর সেই কারণেই আসন্ন টোকিও অলিম্পিক্সেও তাকে ভারতবর্ষের সম্ভাব্য পদকজয়ী হিসাবে ধরা হচ্ছে।এপ্রিল মাসে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ রয়েছে কাজখাস্থানে। আর এই টুর্নামেন্টকেই অলিম্পিক্সের প্রস্তুতি হিসাবে দেখছেন মীরাবাঈ চানু। রিও অলিম্পিক্সের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমনওয়েলথে সোনা জিতেছেন মীরাবাঈ চানু যদিও কমনওয়েলথে কোরিয়া, চীনের মত দেশ অংশ না নেওয়ায় কাজটা একটু সহজ ছিল। তবে অলিম্পিক্সে পদক জেতা যে মোটেও সহজ কাজ নয় সেটা ভালো ভাবেই জানেন মীরাবাঈ চানু।যেকোনো বড় ইভেন্টে স্নায়ুচাপ ধরে রাখাটাই হচ্ছে সবথেকে বড় কাজ। সেটা যে ঠিকঠাক করতে পারে সেই শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে, আর সেই কারণেই এখন থেকে টোকিও অলিম্পিকে সোনা জেতার জন্য বাড়তি অনুশীলন করছেন মীরাবাঈ চানু। এই ব্যাপারে তিনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বক্সার মেরি কমের কাছেও পরামর্শ নিয়েছেন। আর সেই কারণেই নিজের খেলায় আরও মনোযোগ বাড়াতে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট থেকে এই মুহূর্তে দূরে থাকতে চাইছেন তিনি। কারণ তিনি চান পদক জিতে দেশবাসীর স্বপ্ন পূরণ করতে।

ব্রায়ান্টের মৃত্যু নিয়ে কী বললেন বিরাট? শুনলে চমকে যাবেন আপনিও

কোবে ব্রায়ান্টের আচমকা মৃত্যু বিরাট কোহলির মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এনবিএ তারকার এরকম মর্মান্তিক পরিণতি বিরাট কোহলির জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দিয়েছে। মঙ্গলবার বিরাট কোহলি বলেছেন, "ব্রায়ান্টের মৃত্যু আমাদের সবার কাছেই ভীষণ দুঃখের। সকালবেলা এনবিএ-র খেলা দেখতাম। বোঝার চেষ্টা করতাম ব্রায়ান্ট কোর্টে কী করছে। কিন্তু সেই মানুষটাই যদি এভাবে চলে যায়, তাহলে তা মনে গভীর রেখা ফেলে। সত্যি বলতে দিনের শেষে জীবন যে এত ক্ষণস্থায়ী তা কখনো বুঝতে পারিনি। কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। ব্রায়ান্টের মৃত্যু সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল। চাপের মধ্যে আমাদের দিন কাটে। আগামীদিন কীরকম যাবে তা নিয়ে চিন্তা থাকে। যার ফলে জীবনে আনন্দে বেঁচে থাকার কথাই সবাই ভুলে যায়।"হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় কিছুদিন আগেই মারা যান এনবিএ তারকা কোবে ব্রায়ান্ট ও তাঁর ১৩ বছরের কন্যা। অলিম্পিকে দু"বারের সোনাজয়ী তারকার এরকম মৃত্যু কোহলির জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভারত অধিনায়কের কথায়, "ব্রায়ান্টের মৃত্যু জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দিয়েছে। বুঝতে পারছি আমার সামনে থাকা সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে সবসময় নাও থাকতে পারে। তাই আমি বলব জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করুন। আপনি দিনের শেষে কী করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের জীবনটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

ওয়ানডে-তে অভিষেক হচ্ছে পৃথ্বী-মায়াঙ্কের, পাঁচ নম্বরে এবার রাহুল

অভিজ্ঞান সাহা: টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওপেনার হিসেবে সেরা ক্রিকেটার হওয়ার পর ওয়ানডে-তে পাঁচ নম্বরে চলে যাচ্ছেন লোকেশ রাহুল। বুধবার ভারতীয় দল হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ খেলবে। রোহিত না থাকায় দুই ওপেনার পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়ালের এই সিরিজে অভিষেক হচ্ছে।রাহুল কেন পাঁচে? ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি মঙ্গলবার প্র্যাকটিস শেষে বলেন, "রাহুল পাঁচেই খেলবে। ওকে ওপেনার হিসেবে ভাবছি না। মিডল অর্ডারে ভিড় বাড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" ভারত অধিনায়ক একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজকে তিনি টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে দেখেছেন না। বরং টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে আইপিএলকেই উপযুক্ত মঞ্চ দেখছেন তিনি। বিরাট জানিয়েছেন, "কেউ যদি ভেবে থাকেন, আমরা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজকে টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে দেখছি, তা হলে তা ভুল ভাববেন। কারণ, আমরা মোটেই আসন্ন ওডিআই সিরিজকে টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে দেখছি না। আমরা ইতিমধ্যেই পাঁচটা টি-২০ ম্যাচ খেলেছি। পরবর্তী কালে আমরা প্রায় দেড় মাস আইপিএল খেলব। এবং আমার মনে হয়, আইপিএলটাই টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির উপযুক্ত মঞ্চ।"টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে বিধ্বস্ত করেছে ভারত। এবং এই সিরিজ থেকে প্রাপ্ত বিশাল আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে ওডিআই সিরিজ খেলতে নামছে বিরাট-বাহিনী। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বিরাট জানিয়ে দিলেন, তাঁরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলবেন। তিনি একইসঙ্গে জানিয়েছেন যে, প্রয়াত কিংবদন্তি বাস্কেটবল তারকা কোবে ব্রায়ান্টের মৃত্যু তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, ভারতের তরুণ ক্রিকেটাররা ভীষণই ফিট। এবং দারুণ ফিল্ডার। চোটের কারণে ভারতীয় দলে নেই রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ান। তাই ওপেনিংয়ে মায়াঙ্ক ও পৃথ্বীকে নেওয়া হয়েছে। দু"জনের কারওরই সাদা বলের ওয়ানডে ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। এর আগে ওয়ানডে ম্যাচে ওদের দেখা যায়নি।। কিন্তু পাঁচদিনের টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আছে। সেই পারফরম্যান্স দেখে ওদের কথা ভাবা হয়েছে। আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান পৃথ্বী। পাঁচদিনের ম্যাচেও তিনি বেশি স্ট্রোক খেলেন। তাই পৃথ্বীর এই ফরম্যাটে দলে ঢুকে যাওয়া নিয়ে কথা উঠবে না। এর আগেও বলা হয়েছে, কেন তাঁকে ওয়ানডে ম্যাচে নেওয়া হচ্ছে না?কিন্তু মায়াঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ভারতীয় এ দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডেই মায়াঙ্ক সুবিধা করতে পারেননি। শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ড এ দলের বিরুদ্ধে "চশমা" পড়েছেন। দুই ইনিংসে কোনও রান না করে আউট হয়েছেন। তার আগে এ দলের ম্যাচে রান নেই তাঁর। দেশের মাঠে বড় ইনিংস খেলার পর কেন ব্যর্থ মায়াঙ্ক? উত্তর কারোর কাছে নেই। তবে সিনিয়র দলে ফিরে আসার আগে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে নি। দুই ওপেনারের পর মাঠে আসবেন বিরাট। তারপর শ্রেয়াস, রাহুল, মনীশ বা কেদার। সাতে জাদেজা। বোলিংয়ে বুমরাহ, শামি, শার্দূল বা সাইনির সঙ্গে একজন স্পিনার। এমন দল হলে রাহুলের আবার কিপিং করার কথা। কিন্তু ফোন করে জানা গেল, দলের মধ্যে এ নিয়ে কথা শুরু হয়েছে।

টি-টোয়েন্টির সঙ্গে ওয়ানডে ম্যাচে কিপিং করা এক নয়।ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক কে? নিজের মত জানালেন রোহিতএবারও রাহুল উইকেটের পিছনে? ম্যাচের আগেরদিন এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তা হলে টি-টোয়েন্টিতে মাঠের বাইরে থাকার পর ঋষভ পন্থ দলে ফিরতে পারেন। যদি ফেরেন, তা হলে ছ"নম্বরে তাঁকেই খেলতে দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে মনীশ বা কেদারের নাম আলোচনায় উঠবে না। ম্যাচের আগেরদিন এমন কথা শোনা যাচ্ছে ম্যানেজমেন্টের আলোচনায়। তাই, এই একটা জায়গা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে। রোহিতদের মতো প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে দলে নেই নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তিনি প্রথম দুটি ম্যাচ বাইরে। তাঁর জায়গায় দলে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় এ দলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করা চ্যাপম্যান। তিনি ভারতীয় এ দলের বিরুদ্ধে শেষ বেসরকারি ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন।ভারতের ওয়ানডে দল: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), পৃথ্বী শ, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, কেএল রাহুল, মনীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, শ্রেয়াস আইয়ার, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, মহম্মদ শামি, জসপ্রীত বুমরাহ, শার্দূল ঠাকুর, নভদীপ সাইনি।ভারতের টেস্ট দল: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), মায়াঙ্ক আগরওয়াল, পৃথ্বী শ, শুভমান গিল, চেতেশ্বর পুজারা, অজিঙ্ক রাহানে (সহ-অধিনায়ক), হনুমা বিহারী, ঋদ্ধিমান সাহা (উইকেটরক্ষক), ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), রবিচন্দ্রণ অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ, উমেশ যাদব, মহম্মদ শামি, নভদীপ সাইনি, ইশান্ত শর্মা (ফিটনেস ছাড়পত্র পেলে)।

যুব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে বোলারদের দাপটে পাকিস্তান থেমে গেল ১৭২ রানে

যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে প্রিয়ম গর্গদের চাই ১৭৩ রান। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার পোচেস্ট্রুমে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানের অনূর্ধ-১৯ দল পুরো পঞ্চাশ ওভার ব্যাট করতে পারল না।ভারতীয় বোলারদের দাপটে ৪৩.১ ওভারে ১৭২ রানে থেমে গেল পাকিস্তানের ইনিংস। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান কখনই স্বস্তিতে ছিল না। নয় ওভারের মধ্যে দুই উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের। দ্বিতীয় উইকেটে ৬২ রান ছাড়া ইনিংস জুড়ে তেমন কোনও বড় জুটি হল না। বরং, নিয়মিত ব্যবধানে পড়তে থাকল উইকেট। ৩০ থেকে ৪০, এই ১০ ওভারে চার উইকেট পড়ল পাকিস্তানের। আর শেষ ছয় উইকেট পড়ল মাত্র ২৬ রানে! অধিনায়ক রোহেল নাজির (৬২), হায়দর আলি (৫৬) ছাড়া কোনও ব্যাটসম্যান ভারতীয় বোলারদের চাপে ফেলতে পারলেন না।বরং ভারতীয় বোলারদের আগ্রাসনের সামনে অসহায় দেখাল পাক ব্যাটসম্যানদের। ২৮ রানে তিন উইকেট নেওয়া বাঁ-হাতি পেসার সুশান্ত মিশ্রই সফলতম বোলার। কার্তিক ত্যাগি (২-৩২), রবি বিষ্ণোইরা (২-৪৬) সারাক্ষণ চাপ রেখে গেলেন বিপক্ষ ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের সেরা হয়েছিলেন পেসার কার্তিক ত্যাগী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও সেই মেজাজে বল করলেন তিনি।বিশেষজ্ঞদের নজর কাড়লেন জোধপুরের লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোইও। তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত শোনাল প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার ইয়ান বিশপকে। বিষ্ণোইকে 'জাদুকর' হিসেবে চিহ্নিত করলেন তিনি।

রঞ্জি ট্রফিতে রেকর্ড, ১২ হাজার রান করলেন এই ব্যাটসম্যান

নজির গড়লেন ওয়াসিম জাফর। রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১২,০০০ রান করলেন তিনি।এই মরসুমের শুরুতে রঞ্জি ট্রফিতে ১১,৭৭৫ রান ছিল জাফরের। বিদর্ভের হয়ে মঙ্গলবার কেরলের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে নামার আগে তাঁর রান ছিল ১১,৯৮১। এদিন চার রানে দলের প্রথম উইকেট পড়ার পর তিন নম্বরে ক্রিজে এসেছিলেন জাফর। করলেন ৫৭। এই ইনিংসের পর রঞ্জি ট্রফিতে তাঁর রান দাঁড়াল ১২,০৩৮।এই মরসুমেই তিনি আবার রঞ্জিতে ১৫০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছিলেন। রঞ্জিতে কোনও ক্রিকেটার জাফরের চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেননি। ১৯৯৬-৯৭ মরসুমে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ঘটিয়েছিলেন জাফর। দীর্ঘদিন খেলার সুবাদে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি একজন কিংবদন্তি হিসেবেই চিহ্নিত হন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩১ টেস্ট ও দুটো ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। ২০০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষবার জাফরকে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছিল।

আইসিসি প্রকাশ করল টি-২০ র‍্যাঙ্কিং, রোহিত শর্মা আর কেএল রাহুল পেলেন বড়ো ফায়দা

ভারত আর নিউজিল্যান্ডের মধ্যে টি-২০ সিরিজ শেষ হয়ে গিয়েছে। যেখানে ভারত ৫-০ ফলাফলে সিরিজ জিতেছে। এই সিরিজ জেতাতে কেএল রাহুল আর রোহিত শর্মা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এখন আইসিসি টি-২০তে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে, যেখানে রোহিতশর্মা আর কেএল রাহুল বড়ো ফায়দা পেয়েছেন।আইসিসি প্রকাশ করল টি-২০ র‍্যাঙ্কিংনিউজিল্যান্ড আর ভারতের মধ্যে টি-২০ সিরিজ শেষ হতেই আইসিসি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে দিয়েছে। যেখানে কেএল রাহুল বড়ো ফায়দা পেয়েছেন।এখন তিনি ৪ ধাপ উন্নতি করে ২ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। কেএল রাহুল এই সিরিজে ৫৬র দুর্দান্ত গড়ে ২২৪ রান করেছেন। রোহিত শর্মার কথা ধরা হলে তিনি ৪টি ম্যাচে ৪৬.৬৭ গড়ে ১৪০ রান করেছেন। যার ফায়দা তার র‍্যাঙ্কিংয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এখন রোহিত শর্মা টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে টপ ১০ প্রবেশ করে ফেলেছেন। যেখানে তিনি ৩ ধাপের ফায়দা পেয়ে দশম স্থানেই রয়েছেন। ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি এই র‍্যাঙ্কিংয়ে নবম স্থানে রয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের কলিন মুনরো এই র‍্যাঙ্কিংয়ে চার নম্বরে উপস্থিত রয়েছেন।শ্রেয়স আইয়ার আর মনীষ পান্ডেও পেয়েছেন ফায়দাএই সিরিজে না খেলা শিখর ধবন এখন ২৪তম স্থানে উপস্থিত রয়েছেন। অন্যদিকে তরুণ শ্রেয়স আইয়ারও ভালো প্রদর্শনের পুরস্কার পেয়েছেন। এখন তিনি এই র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৫তম স্থানে উঠে এসেছেন। মনীষ পান্ডে এখন টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৮তম স্থানে চলে এসেছেন। নিউজিল্যান্ডের হয়ে মার্টিন গুপ্তিলের লোকসান হয়েছে। যে কারণে এখন তিনি ১৩ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। অন্যদিকে অধিনায়ক কেন উইলিয়াসমন ১৬তম স্থানে রয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান টিম সিফোর্ট ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খুবই ভালো প্রদর্শন করেছিলেন, যে কারণে তিনি এখন র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৪তম স্থানে উঠে এসেছেন। বাবর আজম এখনো প্রথম স্থানেই মজুত রয়েছেন।টি-২০ বিশ্বকাপের কারণে র‍্যাঙ্কিংয়ে হবে বড়ো পরিবর্তনঅস্ট্রেলিয়ায় এই বছর টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা হবে,। যে কারণে বেশকিছু টি-২০ ম্যাচ হতে চলেছে। যে কারণে মন দিয়ে দেখলে আইসিসির টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে এই বছর অনেক বড়ো পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। কেএল রাহুলের কাছে সুযোগ থাকবে যে বাবর আজমকে পেছনে ফেলে প্রথম স্থানে উঠে আসার।

ছিটকে গেলেন উইলিয়ামসন

আগামী বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজের আগেই বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ওয়ানডে সিরিজ থেকে। এবার ধাক্কা পেল নিউজিল্যান্ড।এই ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচ থেকে চোটের জন্য ছিটকে গেলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন মার্ক চ্যাপম্যান।ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ওয়ানডে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে টিটোয়েন্টি সিরিজ খেলার সময় বাঁ কাঁদে চোট পান উইলিমাসন। তৃতীয় টিটোয়েন্টি চলার সময় চোট পান তিনি ফলে সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচে আর খেলতে পারেন নি উইলিমাসন। উইলিমাসনের অনুপস্থিতে সিরিজের বাকি দুটি টিটোয়েন্টি ম্যাচে নিউজিল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দেন টিম সাউথি। তবে উইলিমাসনের অনুপস্থিতিতে ওয়ানডে সিরিজে কিউয়িদের নেতৃত্ব দেবেন টম নাথাম।

বিমানে সন্তানের জন্ম দিলেন থাইল্যান্ডের মহিলা

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিমানেই সন্তানের জন্ম দিলেন থাইল্যান্ডের বছর ২৩-এর একজন মহিলা। এই কারণে দোহা থেকে সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরগামী (ব্যাঙ্কক) কাতার এয়ারওয়েজ ফ্লাইট জরুরি অবতরণ করল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (কলকাতা বিমানবন্দর)। ২৩ বছর বয়সি ওই মহিলা এবং সন্তান উভয়েই সুস্থ রয়েছেন। তাঁদের কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ৩.১৫ মিনিট নাগাদ কলকাতা বিমাবন্দরে জরুরি অবতরণ করে দোহা থেকে সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরগামী (ব্যাঙ্কক) কাতার এয়ারওয়েজের একটি বিমান। মাঝ আকাশেই বিমানে প্রসব যন্ত্রণা ওঠে ওই মহিলার। এরপর বিমানেই সন্তানের জন্ম দেন থাইল্যান্ডের বছর ২৩-এর ওই মহিলাউ মা ও সন্তান উভয়েই সুস্থ রয়েছে। তাঁদের কলকাতা বিমানবন্দরের সন্নিকটে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কেনিয়ায় প্রাথমিক স্কুলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ১৪টি শিশুর আহত বহু

নাইরোবি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম কেনিয়ার একটি প্রাথমিক স্কুলে পদপিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ১৪টি শিশুর। এছাড়াও কমপক্ষে ৩৯টি শিশু গুরুতর আহত হয়েছেউ স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ পশ্চিম কেনিয়ার কাকামেগা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদপিষ্ট হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪টি পড়ুয়ার, এছাড়াও কমপক্ষে ৩৯টি শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ অজ্ঞাত কারণে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে কাকামেগা প্রাথমিক বিদ্যালয়েউ হুড়োমুড়ি শুরু হয়ে যায় পড়ুয়াদের মধ্যে। কী কারণে পড়ুয়াদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়েছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ প্রধান ডেভিড কাবেনা জানিয়েছেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সুস্থ হয়ে উঠলেন ঋষি কাপুর ফিরলেন মুম্বইয়ের বাড়িতে

মুম্বই, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রবীণ বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুরউ দিল্লির হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর ফিরেছেন মুম্বইয়ের বাড়িতেউ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত শনিবার রাতে দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অভিনেতা ঋষি কাপুরকে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ঋষি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই ঋষি ফিরেছেন বাড়িতে।

মঙ্গলবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে ঋষি লিখেছেন, 'প্রিয় পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুরাগী, আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপানারা উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য আপ্লুত। ধন্যবাদ। বিগত ১৮ দিন ধরে দিল্লিতে ফিল্মিং করেছি, দূষণ এবং আমার নিউট্রোফিল অল্প হওয়ার কারণে সংক্রমিত হয়েছিলাম। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।' অপর একটি টুইটে ঋষি লিখেছেন, 'আমার শরীরে হালকা জ্বর ছিল, নিউমোনিয়াও হতে পারে, চিকিতার পর সুস্থ হয়ে উঠেছি.... আমি এখন মুম্বইয়ে।

অস্ট্রেলীয় দলে প্রত্যাবর্তন ম্যাক্সওয়েলের

মেলবোর্ন, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দলে জায়গা পেলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অন্যদিকে ম্যাক্সওয়েলের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা করে নিয়েছে মিছ মার্শ।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে বিগব্যাশে দূরন্ত ব্যাটিং করার সুবাদেই দলে অস্ট্রেলিয়ার

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় এলআইসি কর্মীদের বিক্ষোভ র‍্যালী প্রদর্শিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ কং নেতা প্রণব গগৈ, শোক ব্যক্ত বহুজনের

গুয়াহাটি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা মন্ত্রী, শিবসাগরের বিধায়ক প্রণবকুমার গগৈয়ের জীবনাবসান ঘটেছে। ৮৪ বছর বয়সে সোমবার রাত ১০.৪০ মিনিটে গুয়াহাটির হেল সিটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গগৈ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন পত্নী মোহিনী গগৈ, তিন পুত্র যথাক্রমে মঞ্জির গগৈ, সমীর গগৈ, প্রমীর গগৈ এবং বহু আত্মীয়-পরিজন ও গুণমুগ্ধ।

বিগত কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন প্রয়াত প্রণব গগৈ। গতকাল শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে দুপুরের দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন টানা চারবারের বিধায়ক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গগৈ। ২০০১ সাল থেকে ১০৮ নম্বর শিবসাগর আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০০৬ সালে তরুণ গগৈর ক্যাবিনেটে আইন, হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্প ও রেশম দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। পরের মেয়াদে ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ত্রয়োদশ অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে গত ২০১৬ সালের নির্বাচনে শিবসাগর থেকে ফের বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। প্রসঙ্গত, বিধানসভার অধ্যক্ষ থাকাকালে অসমিয়া শব্দকে নিয়ে রাজ্যের নানা ভাষিকগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভ্রান্তি চলছে তা দূর করতে 'খিলঞ্জিয়া' এবং 'অসমিয়া' শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরুপণ করতে অহোরাত্র চেষ্টা করেছিলেন প্রণবকুমার গগৈ।

প্রণবকুমার গগৈয়ের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ আগস্ট। তাঁর বাবা প্রয়াত গিরীন্দ্রনাথ গগৈও অসম সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। মায়ের নাম ছিল হিরণ্যলতা গগৈ। বর্তমানে গগৈয়ের বাড়ি শিবসাগর শহরের রেডক্রস রোডে হলেও পিতৃগৃহ ছিল শিবসাগর শহরের পার্শবর্তী কুঁজিবালি হাঁহচরার মরান গ্রামে। প্রণবকুমার গগৈয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল বিএ.এলএলবি। সেই সুবাদে পেশায় ছিলেন আইনজীবী।

১৯৬৪ থেকে ৬৮ সাল থেকে তিনি শিবসাগর জেলা যুব-কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৮ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-সহ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং এপিসিসি-র সহকারী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কার্যনির্বাহ করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত শিবসাগর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পদ সামলেছেন।

এছাড়াও ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ সাল থেকে শিবসাগর জেলা স্পোর্টিং অ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি, ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশনের সদস্য, ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত অসম বিদ্যুৎ পর্ষদের সদস্য, আইএনটিইউসি-র উপ-সভাপতি, ১৯৭৭ সাল থেকে ওএনজিসি-র পূর্বাঞ্চল কর্মচারী সংস্থার সভাপতি, ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত শিবসাগর উকিল সংস্থার সভাপতি হিসেবে কার্যনির্বাহ করেছেন প্রণব গগৈ।

প্রণবকুমার গগৈয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, কংগ্রেস-বিজেপি-অগপ সভাপতি থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিদ্যমান তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধরা। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র শিবসাগরবাসী গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আজ বিকেলের দিকে প্রয়াত গগৈয়ের নশ্বর দেহ উজান অসমের শিবসাগরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবে বলে জানা গেছে।

দিল্লিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহরে উন্নীত করবে আম আদমি পার্টি : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহরে উন্নীত করা হবে দিল্লিকেউ যাতে গর্ব হয় প্রতিটি মানুষেরউ মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর এমনই মন্তব্য করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ অরবিন্দ কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, বিগত ৫ বছর ধরে দিল্লির মৌলিক বিষয়গুলির উপর কাজ করার পর, এবার দিল্লিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে হবেউ দিল্লিকে উন্নত দেশের আধুনিক রাজধানী করতে হবে, যার উপর প্রতিটি মানুষের গর্বিত হওয়া উচিতউ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, আমাদের কাছে ইস্তেহারও রয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীও রযেছেউ আমরা দিল্লিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহরে উন্নীত করব, বিজেপি বলুক দিল্লির জনগণ কেন তাঁদের ভোট দেবে, তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে?

আম আদমি পার্টি (আপ) দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তেহারে যে সমস্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছে সেগুলি হল-জনলোকপাল, দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা, রেশনের ডোরস্টেপ ডেলিভারি, ১০ লক্ষ প্রবীণকে তীর্থযাত্রা, দেশভক্তি পাঠ্যক্রম, যুব সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য স্পোকেন ইংরেজিতে উতাহ, বিশ্বের বৃহত্তম মেট্রো নেটওয়ার্ক, যমুনা নদীর পাশে উন্নয়ন, বিশ্বমানের রাস্তা, সাফাই কর্মীর মৃত্যুতে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, অর্থব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দিল্লিতে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে বাজার এবং সিলিংয়ের সুরক্ষা প্রভৃতি।

দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণিশ সিসোদিয়া এদিন বলেছেন, ২০১৫ সালে দিল্লি বিধানসভায় দিল্লি জনলোকপাল বিল পাশ করেছিল আম আদমি পার্টি, যা বিগত ৪ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আটকে রয়েছে, জনলোকপাল বিল পাশ করার জন্য আপ সরকার লড়াই চালিয়ে যাবেউ আম আদমি পার্টির সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি মজবুত দিল্লি স্বরাজ বিল আনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেউ সিসোদিয়া আরও বলেছেন, কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও সাফাই কর্মীর যদি মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর পরিবারকে ১ কোটি টাকা দিয়ে আর্থিক সাহায্য করা হবেউ.... দিল্লি সরকারের উদ্যোগে স্কুলগুলিতে শুরু হওয়া হ্যাপিনেস পাঠ্যক্রম এবং এন্টারপিওনারশিপ পাঠ্যক্রমের সাফল্যের পর দেশভক্তি পাঠ্যক্রমও চালু করা হবে।

চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ৪২৫, আক্রান্ত ২০, ৪৩৮ জন

বেজিং, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু-মিছিল থামছেই না চিনে। সোমবারই অন্তত ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনাভাইরাসের হানায়। ফলে চিনে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২৫। মৃত্যুর পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। এই মুহূর্তে যা প্রায় ২০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিন সরকার জানিয়েছে, সমগ্র চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৪৩৮ জন। মঙ্গলবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের হানায় সোমবার মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪২৫। হুবেই ছাড়াও চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ২০,৪৩৮। করোনাভাইরাসের হানা রুখতে যথেষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা এবার চিনও স্বীকার করেছে।

মারুতী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। মারুতি অল্টো গাড়ির ধাক্কায় এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকার জাতীয় সড়কে। দিনমজুর শ্রমিক বিষ্ণু দাস নিজ বাই সাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে একটি মারুতি অল্টো গাড়ি ওই শ্রমিককে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে পথচারীরা আহত ব্যক্তিকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সোমবার রাতে ওই ঘটনার প্রসঙ্গে

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫ বছরে কিছু কাজ তো করতে পারতেন, কেজরিওয়ালকে খোঁচা জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ কিন্তু, কোনও কাজই করেননিউ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করে মঙ্গলবার এমনই টুইট করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডাউ কেজরিওয়ালকে জে পি নাড্ডার খোঁচা, '৫ বছরে কিছু কাজ তো করতে পারতেনউ'

মঙ্গলবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে জে পি নাড্ডা লিখেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজধানীর সর্বত্রই ১৫ লক্ষ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ওয়াই-ফাই বসানো হবেউ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত ওই সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ওয়াই-ফাই সিগন্যালের অপেক্ষায় রয়েছেন দিল্লির জনগণউ' কেজরিওয়ালকে নাড্ডার প্রশ্ন, 'আমি আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি যখন দিল্লিতে ঘোরাঘুরি করেন তখন ওয়াই-ফাই সিগন্যাল আপনার ফোনে আসেউ ৫ বছরে কিছু কাজ তো করতে পারতেনউ' উল্লেখ্য, সামনেই দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনউ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণউ ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে বিজেপি ও আপ-এর মধ্যে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধউ দিল্লিতে এবার বিধানসভা নির্বাচন মূলত বিজেপি ও আপ-এর মধ্যে।

টাকার বিনিময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড!

কাটিগড়া (অসম), ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত পশ্চিম কাটিগড়ার দিগরখাল হাইস্কুলে টাকার বিনিময়ে মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের নিতে হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড। অভিযোগ তুলেছেন সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা। তাঁদের বক্তব্য, এমনিতেই সরকারি বিভাগীয় গাইড লাইন অমান্য করে ভরতি মাশুল নেওয়া হচ্ছে, তার ওপর মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড নিতে আসলে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত একশো টাকা করে মাশুল চাওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত মাশুল না দিলে অ্যাডমিট কার্ড দিতে অক্ষমতা ব্যক্ত করছেন স্কুল কতৃপক্ষ। অগত্যা বাধ্য হয়েই অতিরিক্ত টাকা দিয়ে অ্যাডমিট কার্ড নিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অনেক অভিভাবকের অভিযোগ, দিগরখাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর চক্রবর্তী নিজের মর্জিমাফিক মাশুল গ্রহণ করছেন। সংগৃহীত মাশুল বিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে না বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এমন-কি গত শিক্ষাবর্ষের যে মাশুল গ্রহণ করা হয়েছিল, এরও সঠিক হিসাব নেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে। এই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানাতে দিন-কয়েক আগে দিগরখাল হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বিজেপি নেতা সুব্রত চক্রবর্তী। এবার নতুন সংযোজন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড কেলেংকারি।মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার জন্য অ্যাডমিট কার্ডের প্রয়োজন। কিন্তু অতিরিক্ত একশো টাকা না দিলে তাদের অ্যাডমিট কার্ড ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে না। এ ব্যাপারে স্কুলের শিক্ষিকা জনৈক কণিকা ভট্টাচার্যের জবাব চাইলে এ সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছেন। তবে প্রকারান্তে তিনি ভরতি মাশুলের ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। শিক্ষিকা কণিকা বলেন, ওই টাকা কোনও অর্থ বা ফিজ বাবদ নেওয়া হচ্ছে না। স্কুলের সরস্বতী পুজোর চাঁদা, মিলাদের (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠান) চাঁদা, প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবসে কিছু খরচ থাকে। এই সব অনুষ্ঠানে খরচের জন্য এই সব টাকা নেওয়া হয়। তাছাড়া প্রস্রাবগারের অবস্থাও অনেক খারাপ, দুদিন পর পর তা পরিষ্কার করাতে হয়, এর জন্য বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। তাই ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু টাকা না নিলে হয় না। সুতরাং ভরতি সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এক সঙ্গে টাকাগুলি নেওয়া হয়ে থাকে, জানান কণিকা ভট্টাচার্য।এদিকে অভিযোগকারীদের বক্তব্য, সরকারি গাইড লাইনে এভাবে টাকা নেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। টয়লেট সাফাই, অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য বিভাগীয় একটি ফান্ড রয়েছে। ওই ফান্ডের টাকা কোথায় যায়, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। এ সব অরাজক পরিস্থিতির তদন্ত দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক মহল।

অবশেষে বেহালা দুষ্কৃতী হামলায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার পুলিশের

কলকাতা,৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):চারদিন পর বেহালা সরশুনা এলাকায় দুষ্কৃতী হামলায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার সরশুনা থানার পুলিশের উ সোমবার ঘটনাস্থল সরজমিনে দেখতে প্রতিবাদীর বাড়িতে যান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় উ এরপরই সোমবার গভীর রাতে মেটিয়াবুরুজ এলাকা থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ উ অন্যদিকে মঙ্গলবার সকালে অপর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।

গত বুধবার সরস্বতী পুজোর রাতে বেহালার সরশুনার কেষ্টর মোড় এলাকায় প্রতিবাদীর বাড়িতে হামলা ও বোমাবাজি হয় উ গুলি চালানোরও অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইটের আঘাতে গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। মঙ্গলবার প্রতিদিনের মতো স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে উদয়পুর বাগমা থেকে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসেন অন্য দশটি ছেলের মতো অগ্নিদ্বীপ ঘোষ নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র। প্রতিদিনের মতো ৪র্থ ঘণ্টার পর অন্য স্কুল গুলোর মতো লেইজার পিরিউডে খেড়াধূলা করছিল বিদ্যালয়ের ভিতরে। এমন সময় হঠাৎ অগ্নিদ্বীপের মাথায় কে বা কাহারা একটি ইট দিয়ে ঢিল মারে। এতে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পরে যায় অগ্নিদ্বীপ। নিয়ে আসা হয়। তাকে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে অগ্নিদ্বীপের বাবা সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলেছেন যখন তারা খবর পেয়েছেন কাল বিলম্ব না করে হাসপাতালে ছুটে এলে দেখেন ছেলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে হাসপাতালে দেখতে পায় নি। আত্মীয় স্বজনরা ছিল ছেলেটির পাশে। তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আরো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সতর্ক থাকা দরকার বলে জানান।

নিউ আমেরিকায় দুটি পৃথক জায়গায় বন্দুকবাজের হামলায় মৃত ৩

ক্যালিফোর্নিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিউ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ও টেক্সাসে দুটি পৃথক জায়গায় বন্দুকবাজের হামলার জেরে প্রাণ হারালেন তিনজন। মৃতদের মধ্যে ৫১ বছর বয়সী এক মহিলাও আছেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার একটি যাত্রীবোঝাই বাস লস এঞ্জেলেস থেকে সানফ্রান্সিকো যাচ্ছিল। আচমকা চলন্ত বাসের মধ্যে দুই ব্যক্তির বচসা শুরু হয়। তারপরই গুলি চালাতে শুরু এক ব্যক্তি। এর জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫১ বছর বয়সী এক মহিলার। তিনি কলম্বিয়ার বাসিন্দা। পরে বাসটির চালকের তৎপরতায় ওই বন্দুকবাজকে আটক করেন বাসের অন্য যাত্রীরা। আর বাসটি থানায় নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেন চালক। ধৃতকে জেরা করে এই ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে দু'জনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। অন্যদিকে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একটি হোস্টেলে গুলি চালানোর ঘটনায় দুজনের মৃত্যু

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।